নামাজ ও কোরবানির

দিশা

লেখক

নূর মোহাম্মদ কাদরী

নূরানী পাবলিকেশন্

নামাজ ও কুরবানীর দিশা

(নামাজ ও কুরবানীর মাসায়েল ও আদর্শ পদ্ধতি ভিত্তিক একটি বিশ্বস্ত বই)

লেখক

নূর মোহাম্মদ কাদেরী

ডাবল গ্র্যাজুয়েট

জামিয়া সাদিয়া আরাবিয়া, কেরালা

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ

প্রকাশনায়

নূরানী পাবলিকেশন

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

প্রথম প্রকাশ ২০২২

প্রকাশক: নূরানী পাবলিকেশন, পশ্চিমবঙ্গ

প্রথম প্রকাশ: ২০২২ | ১৪৪৪ হিজরী

যোগাযোগ: 8145142148

ইমেইল nurmahammadqadri@gmail.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

সূরা নাহল ১৭, সূরা আম্বিয়া আয়াত ৭

অর্থ: সুতরাং, হে লোকেরা জ্ঞানবানদেরকে জিজ্ঞাসা করো, যদি তোমাদের জ্ঞান না থাকে।

(কানযুল ইমান বাংলা)

নামাজ ও কুরবানীর দিশা

নূর মোহাম্মদ কাদরী

মোবাইল নম্বর:- ৮১৪৫১৪২১৪৮

শিক্ষক: বাহার নাবিয়া নিজামিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা,

গ্রাম: কুশমোড়, পোস্ট: গুড়া, থানা: নবগ্রাম, জেলা: মুর্শিদাবাদ

পিনকোড: ৭৪২১৮৪

উৎসর্গ

আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা (নামাজ ও কুরবানীর দিশা) বইখানি আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু হজরত মাওলানা মারহুম রমজান সাদি সাহেবের নামে উৎসর্গ করলাম।

তিনি বিগত ০৭চৈত্র১৪২৮, ইংরেজি ২২/০৩/২০২২;

মঙ্গলবার এই দিন এ মহেশপুর ঝারখান্ড গড়বাড়ি স্কুলের সামনে প্রোগ্রামে যাওয়ার

সময় পথ-দুর্ঘটনায় রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

আল্লাহ তাঁকে জান্নাতবাসী করুন।

অতঃপর সমস্ত মুসলমান নর-নারীর রুহের মাগফিরাত কামনায় উৎসর্গ করছি।

ইতি

নূর মোহাম্মদ কাদরী

শিক্ষক

নিযামিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা

গ্রাম- কুশমোড়, পোস্ট- গুড়া, থানা- নবগ্রাম, জেলা- মুর্শিদাবাদ,

পশ্চিমবঙ্গ।

❖ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ❖

আমি সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার প্রিয় সাথি জনাব রেফাজুদ্দিন (মাস্টার) সাহেবের প্রতি, যার উৎসাহ, পরামর্শ ও সহযোগিতা ব্যতীত *“নামাজ ও কুরবানীর দিশা”* শীর্ষক বইখানি রচনায় আমি সাহসী পদক্ষেপ নিতে পারতাম না।

এছাড়াও আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি জনাব রফিকুল (জ্যোতি) সাহেবকে, যিনি {বুখারী শরীফের আরবি শারাহ উমদাতুল কারী শারহ সাহিহিল বুখারী লেখক আল্লামা

বদরুদ্দিন আইনী} দিয়ে সহায়তা করেছে। কুশমোড় গ্রামবাসী নিঃস্বার্থভাবে আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে বইটি পরিপূর্ণ করতে সহযোগিতা করেছেন।

ইতি

লেখক

অভিমত

বাংলার তরুণ আলিমে দ্বীন স্নেহাশীষ হাযরাত মাওলানা মুফতী নূর মোহাম্মদ কাদেরী সাকাফী বীরভূমী (হাফিযাহুল্লাহ) বিরচিত। "কোরবানির মাসায়েল" **[নামাজ ও কুরবানীর দিশা]** নামক পুস্তকটির কিছু অংশ পড়ে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। পুস্তকটিতে কোরআন ও হাদীসের আলোকে কোরবানির মাসায়েলের বিভিন্ন দিক নিয়ে খুব সুন্দর ভাবে বাংলা ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। লেখক কঠোর পরিশ্রম করে তার এই প্রথম প্রয়াস একটি লেখনী হোহফা হিসাবে মুসলিম উম্মাহর হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

বর্তমান যুগে বাংলাভাষী মানুষের জন্য এই ধরনের পুস্তক-পুস্তিকার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

সত্যি যদি কোন স্বহৃদয় পাঠক/পাঠিকা মনোযোগ সহকারে এই পুস্তকটি আদ্যপ্রান্ত পাঠ করেন, তাহলে তারা এক তথ্যবহুল নতুন পথের দিশা পাবেন বলে আমি মনে করি।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবীবের ওসিলায় গাওসো খাজা রাযা হামিদো মুস্তাফার সাদকায় লেখককে যেন উত্তম বদলা দান করেন এবং এই ধরনের আরো বেশী বেশী পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করে দ্বীনি খিদমাত করার তাওফীকে রাফীক দান করেন।

আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন

ইতি-

খাদিমে আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াত

মোঃ আলিমুদ্দিন রেজবী মাযহারী

জঙ্গীপুরী

(F.D.N MM MA BEd)

সহকারী শিক্ষক-

নাইত শামসেরিয়া হাই মাদ্রাসা (HS)

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)

তাং- ২২শে জুন ২০২২ রোজ- বুধবার

শুরুর কথা

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة

والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، و

على التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

أما بعد

এই কথাটি দিবা লোকের ন্যায় উদ্ভাসিত যে আল্লাহ তা'য়ালাকে রাজি খুশি করার উদ্দেশ্যে কোরবানি করা ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় বিধি-বিধান সমূহের থেকে একটি অন্যতম

বিধান। যার পেছনে রয়েছে হযরত ইব্রাহিম ও হযরত ইসমাইল এর হৃদয়বিদারক করুন কাহিনী যা ইতিহাসে গৌরবময় একটি অংশ এবং শিক্ষনীয় অনেক ঘটনা, তাকওয়া-পরহেজগারীর নমুনা, আন্তরিক পরীক্ষায় একটি তুলনাহীন কষ্টিপাথর।

এ কোরবানি দ্বারা আল্লাহ পাক মানুষের

অন্তর পরীক্ষা করে থাকেন। তাকওয়া, তাহারাত। ইসলামে কোরবানির অনেক গুরুত্ব ফজিলত ও বিধান। যাচাই বাছাই করেন মানব অন্তরের তাৎপর্য রয়েছে এবং রয়েছে অনেক বিধি

যেমন কোরবানি কারীর ব্যাপারে, কোরবানির পশুর বয়সের ব্যাপারে, কোন ধরনের পশু দ্বারা কোরবানি সঠিক হবে, যবেহকৃত জন্তুর মাংস, চামড়া, হাড়ের ব্যাপারে, যবে করার নিয়ম কানুন সহ বিভিন্ন প্রযোজনীয় বিধি বিধান রয়েছে, যা জানা বিশুদ্ধ ভাবে কোরবানি করার জন্য একান্ত প্রযোজন।

আল্লাহপাক হযরত ইব্রাহিম কে কার কলিজার টুকরা আদরের দুলাল প্রিয় সন্তান হযরত ইসমাইল কে আল্লাহর নামে কোরবানি করার হুকুম করলেন যা দেখতে শুন্তে মানবতা বিরোধী মনে হলেও আসলে তা নয় কিন্তু হযরত ইব্রাহিম এসব কিছু চিন্তা না করে আল্লাহর হুকুম পালনে রত

হলেন। তিনি মহান আল্লাহ তাআলার এই কঠিন হুকুমটি পালনে প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাইল কে ধারালো তরবারি নিচে শায়িত করে দিলেন আল্লাহপাক এতে রাজি হয়ে নিজ কুদরতে হযরত ইসমাইল এর স্থলে বেহেশত থেকে একটি দুম্বা শোয়ায়ে দিলেন হযরত ইব্রাহিম এর ছুটি হয়ে গেল আর হযরত ইসমাইল অক্ষতাবস্থায় বেঁচে গেলেন

আজ হযরত ইব্রাহীম এর সেই ঘটনাকে ইবাদত হিসেবে আর এই কোরবানির সঠিক ও সহি ভাবে আদায় করার বহু মাসালা রয়েছে যা সাধারণ মুসলমানের অজানা। তাই আমার দ্বারা এই কিতাবখানা রচনা করা

হয়েছে। যেন মাস আলা গুলোর অমল করে উম্মত সঠিক পথের সন্ধান পায়।

পরিশেষে দোয়া করি সকলের যাহের বাতেন ইসলাহ করে দিক। ফেতনার যুগে দ্বীনের উপর অটল রাখুক। লেখক, প্রকাশক, প্রচারক এবং সকলকে আরো বেশী বেশী নেক আমলের তৌফিক দান করুন।

কোন মাস আলার কোথাও যদি ভুলত্রুটি পাঠক মহলের দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে সংশোধনের উদ্দেশ্যে লিখিতভাবে জানালে কৃতজ্ঞ হব। ইতি

নূর মোহাম্মদ কাদরী

25/20/2022

সূচিপত্র

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ধর্মপ্রান মুসলমানদের বড় ধর্মীয় উৎসবগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, ঈদুল আজহা। হিজরি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, কোরবানি করা। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মদ, লাইস ইবন সাআদ, ইমাম আওযায়ী প্রমুখের মতে, সামর্থনবানদের উপর কোরবানি করা ওয়াজিব।

কোরবানি শব্দটি আরবি। 'কোরবানুন' মাসদার থেকে শব্দটির উৎপত্তি।কোরবানি শব্দের অর্থ হলো, নিকটবর্তী হওয়া, সান্নিধ্য

লাভ, আত্মত্যাগ, জবেহ ইত্যাদি। শরীয়তের পরিভাষায়, মহান আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তোষ লাভের আশায় নির্ধারিত তারিখের মধ্যে হালাল কোন পশু আল্লাহর নামে জবেহ করা।

কোরবানির গুরুত্ব ও ফজিলত

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَيِّمَةِ الْأَنْعَامِ فَاهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ قله من أَسْلِمُوا، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِين.

'আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোরবানি নির্ধারণ করেছি যাতে তারা হালাল পশু

জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। সূরা হজ্জ আয়াত-৩৪

আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেন- হে আমার হাবিব আপনি বলুন যে, অবশ্যই আমার নামাজ, আমার কোরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ, সব কিছুই মহান প্রতিপালকের জন্য। সূরা আনআ'ম আয়াত-১৬২, মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন।

لن ينال الله حومُهَا وَلا دِمَاؤُها، ولكن يناله التقوى منكون كذلك سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكْبَرُوا اللَّهَ َعَلَى مَا - هَذَيكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِين

'নিশ্চই আমার নিকট কোরবানির পশুর গোশত ও রক্ত কিছুই কবুল হয় না, তবে

আমার নিকট পৌঁছে একমাত্র তাকpওয়া। (১) সূরা হজ- ৩৭

হয়রত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ। ইরশাদ করেছেন, 'কোরবানির দিন কোরবানির চেয়ে উত্তম কোনো আমল আল্লাহর কাছে নেই।'

হযরত যায়দ বিন আরকাম রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ এর সাহাবিগণ বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! এইকোরবানি কী? তিনি বলেন, তোমাদের পিতা ইব্রাহিম আ. এর সুন্নত। তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতে আমাদের জন্য কী (সওয়াব) রয়েছে। তিনি বলেন, প্রতিটি

পশমের বিনিময় নেকি হবে। সাহাবাগণ বললেন, দুম্বা ও ভেড়ার পশমের কী হুকুম? তিনি বলেন, দুম্বা ও ভেড়ার প্রতিটি পশমের বিনিময়েও একটি করে নেকী রয়েছে।) সুনানে ইবনে মাজাহ-৩১২৭

রাসুল সঃ হাদিসে বলেন, হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ না বলেছেন, কোরবানির দিন পশু কোরবানির চাইতে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় আর কোন আমল, নেই। কেয়ামতের দিন জবেহ করা পশুকে তার শিং ও খুরসহ হাজির করা হবে। কোরবানির জন্তুর রক্ত জমিনে পড়ার আগেই তা আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা খোলা মনে এবং সন্তুষ্টি চিত্তে

কোরবানি কর।) মেশকাতশরীফ: খঃ ১ম পৃ: ১২৮

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রা. হতে বর্ণিত, একদা সাহাবায়ে কেরাম রা. হুজুর সা. কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! কোরবানি কি জিনিস? হুজুর সা. ইরশাদ করেন, ইহা তোমাদের পিতা ইবরাহীম আ. এর সুন্নত। অতপর সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এই কোরবানির বিনিময়ে আমাদের জন্য কি প্রতিদান রয়েছে? হুজুর সা. ইরশাদ করেন, প্রত্যেকটি পশমের পরিবর্তে একটি করে নেকী দেওয়া হবে। অতপর সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! দুম্বা, ভেড়া

এর পশমের পরিবর্তেও কি এরূপ সাওয়াব মিলবে? হুজুর সঃ. ইরশাদ করেন, হ্যাঁ প্রত্যেকটি পশমের পরিবর্তে একটি করে নেকী দেওয়া হবে।) মিশকাত শরীফ

কুরআন হাদিস ও ইতিহাস দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, এই কোরবানির আমল হযরত আদম হতে শুরু করে সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের শরিয়তে ছিল। বিশেষ করে হযরত ইবরাহীম আ. এর স্মৃতিচারণে দ্বীনে মুহাম্মদিতেও কোরবানি একটি গুরুতপূর্ণ আমল। যা স্বয়ং রাসুল জ, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন, তাবে তাবেয়ীন-এর যুগ হতে এই আমল আজ পর্যন্ত চলে আসছে, তাই এ কোরবানি

ইসলামের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

পৃথিবীতে এমন কোন জাতি ছিলনা যারা স্বীয় মাযহাব অনুসারে কোরবানি করেনি। বর্তমানে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে হযরত আদম عليه السلام এর সন্তান হাবিল ও কাবিলের মাঝে তাদের বোন আকলিমার বিবাহ নিয়ে দ্বন্দ দেখা দিলে হযরত আদম আ. তাদেরকে এখলাসের সাথে কোরবানিকরার নির্দেশ দিয়ে বলেন, তোমাদের মধ্যে যারকোরবানিকবুল হবে তার সঙ্গেই এ মেয়েকে বিবাহ দেওয়া হবে। তখনকার যুগে কোরবানি কবুল হওয়ার আলামত ছিল, যে কোরবানিটি কবুল হতো

তাকে আসমান থেকে আগুনের মত একটি অদৃশ্য বস্তু এসে নিয়ে যেতো। অতপর হাবিল ও কাবিল আদম عليه السلام এর নির্দেশে কোরবানি করলো। তবে হাবিল পশু পালনের কাজ করতো সে তার পশুগুলো থেকে বেছে নিয়ে সবচেয়ে সুন্দর একটি ভেড়া আল্লাহর রাস্তায় কোরবানিকরলো, আর কাবিল অন্যায়ভাবে বিবাহ করতে চায় ও শরিয়ত বিরোধী কাজ করতে চায়। সে কৃষি কাজ করতো। সে তার কৃষি পণ্য থেকে কোরবানি দিলো এবং সেগুলোকে একটি পাহাড়ের চূড়ায় রেখে আসা হলো। অতপর হঠাৎ করে আসমান থেকে একটি অগ্নি প্রবাহ এসে হাবিলের জন্তুকে জ্বালিয়ে দিলো,

অর্থাৎ তার কোরবানি আল্লাহ عزوجل কবুল করে নিল। কাবিলের কোরবানি আল্লাহ عزوجل কবুল করলেন না। সেই ঘটনাকে লক্ষ করে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারিমে ইরশাদ করেন-

হে হাবিব! আপনি তাদেরকে পাঠ করে শুনিয়ে দিন আদমের পুত্রদ্বয়ের ঘটনাকে যথার্থরূপে, যখন তারা উভয়ে নৈকট্য লাভের জন্য কোরবানি দিয়েছিল।) সূরা মায়েদা আয়াত ২৮

হযরত মুহাম্মদ ﷺ এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন, তোমরা মোটা তাজা পশু

দেখেকোরবানিকর, কারণ এ পশুই পুলসিরাতের বাহক হবে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ধর্মপ্রান মুসলমানদের বড় ধর্মীয় উৎসবগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, ঈদুল আজহা। হিজরি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, কোরবানি করা। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মদ, লাইস ইবন সাআদ, ইমাম আওযায়ী প্রমুখের মতে, সামর্থনবানদের উপর কোরবানি করা ওয়াজিব।

কোরবানি)قربانى(শব্দটি আরবি। 'কোরবানুন' মাসদার থেকে শব্দটির উৎপত্তি।কোরবানিশব্দের অর্থ হলো, নিকটবর্তী হওয়া, সান্নিধ্য লাভ, আত্মত্যাগ, জবেহ ইত্যাদি। শরীয়তের পরিভাষায়, মহান আল্লাহর নৈকট্য ও

সন্তোষ লাভের আশায় নির্ধারিত তারিখের মধ্যে হালাল কোন পশু আল্লাহর নামে জবেহ করা।

কোরবানি গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَالْهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

'আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যকোরবানিনির্ধারণ করেছি যাতে তারা হালাল পশু জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। সূরা হজ্জ আয়াত-৩৪

আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেন- হে আমার হাবিব আপনি বলুন যে, অবশ্যই আমার নামাজ, আমার কোরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ, সব কিছুই মহান প্রতিপালকের জন্য।) সূরা আনআ'ম আয়াত- ১৬২

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন:

لَنْ يُنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُها ولكن ينالُهُ التَّقوى مِنْكُمْ كَذلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدِيكُمْ

وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِين

'নিশ্চই আমার নিকট কোরবানির পশুর গোশত ও রক্ত কিছুই কবুল হয় না, তবে আমার নিকট পৌঁছে একমাত্র তাকওয়া। সূরা হজ-৩৭

হয়রত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, 'কোরবানির দিন কোরবানির চেয়ে উত্তম কোনো আমল আল্লাহর কাছে নেই।'

হযরত যায়দ বিন আরকাম রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ও এর সাহাবিগণ

বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই কোরবানি কী? তিনি বলেন, তোমাদের পিতা ইব্রাহিম আ. এর সুন্নত। তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতে আমাদের জন্য কী (সওয়াব) রয়েছে? তিনি বলেন, প্রতিটি পশমের বিনিময় নেকি হবে। সাহাবাগণ বললেন, দুম্বা ও ভেড়ার পশমের কী হুকুম? তিনি বলেন, দুম্বা ও ভেড়ার প্রতিটি পশমের বিনিময়েও একটি করে নেকী রয়েছে।) সুনানে ইবনে মাজাহ-৩১২৭

রাসুল ﷺ হাদিসে বলেন, হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোরবানির দিন পশু কোরবানির চাইতে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় আর কোন

আমল, নেই। কেয়ামতের দিন জবেহ করা পশুকে তার শিং ও খুরসহ হাজির করা হবে। কোরবানির জন্তুর রক্ত জমিনে পড়ার আগেই তা আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা খোলা মনে এবং সন্তুষ্টি চিত্তে কোরবানি কর। মেশকাতশরীফ: খ:১ পৃ:১২৮

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রা. হতে বর্ণিত, একদা সাহাবায়ে কেরাম রা. হুজুর সা. কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! কোরবানি কি জিনিস? হুজুর সা. ইরশাদ করেন, ইহা তোমাদের পিতা ইবরাহীম আ. এর সুন্নত। অতপর সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এই কোরবানির বিনিময়ে আমাদের জন্য কি

প্রতিদান রয়েছে? হুজুর সা. ইরশাদ করেন, প্রত্যেকটি পশমের পরিবর্তে একটি করে নেকী দেওয়া হবে। অতপর সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! দুম্বা, ভেড়া এর পশমের পরিবর্তেও কি এরূপ সাওয়াব মিলবে? হুজুর ﷺ, ইরশাদ করেন, হ্যাঁ প্রত্যেকটি পশমের পরিবর্তে একটি করে নেকী দেওয়া হবে। মিশকাত শরীফ

কুরআন হাদিস ও ইতিহাস দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, এই কোরবানির আমল হযরত আদম, হতে শুরু করে সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের শরিয়তে ছিল। বিশেষ করে হযরত ইবরাহীম আ. এর স্মৃতিচারণে দ্বীনে মুহাম্মদিতেও কোরবানি একটি গুরুতপূর্ণ

আমল। যা স্বয়ং রাসুল ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন, তাবে তাবেয়ীন-এর যুগ হতে এই আমল আজ পর্যন্ত চলে আসছে, তাই এ কোরবানি ইসলামের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

পৃথিবীতে এমন কোন জাতি ছিলনা যারা স্বীয় মাযহাব অনুসারে কোরবানিকরেনি। বর্তমানে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে হযরত আদম عليه السلام এর সন্তান হাবিল ও কাবিলের মাঝে তাদের বোন আকলিমার বিবাহ নিয়ে দ্বন্দ দেখা দিলে হযরত আদম আ. তাদেরকে এখলাসের সাথে কোরবানি করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, তোমাদের মধ্যে যার কোরবানি কবুল হবে তার সঙ্গেই এ মেয়েকে বিবাহ

দেওয়া হবে। তখনকার যুগে কোরবানি কবুল হওয়ার আলামত ছিল, যে কোরবানিটি কবুল হতো তাকে আসমান থেকে আগুনের মত একটি অদৃশ্য বস্তু এসে নিয়ে যেতো।

অতপর হাবিল ও কাবিল আদম عليه السلام এর নির্দেশে কোরবানি করলো। তবে হাবিল পশু পালনের কাজ করতো সে তার পশুগুলো থেকে বেছে নিয়ে সবচেয়ে সুন্দর একটি ভেড়া আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি করলো, আর কাবিল অন্যায়ভাবে বিবাহ করতে চায় ও শরিয়ত বিরোধী কাজ করতে চায়। সে কৃষি কাজ করতো। সে তার কৃষি পণ্য থেকে কোরবানি দিলো এবং সেগুলোকে একটি পাহাড়ের চূড়ায় রেখে আসা হলো।

অতপর হঠাৎ করে আসমান থেকে একটি অগ্নি প্রবাহ এসে হাবিলের জন্তুকে জ্বালিয়ে দিলো, অর্থাৎ তার কোরবানি আল্লাহ عزوجل কবুল করে নিল। কাবিলের কোরবানি আল্লাহ عزوجل কবুল করলেন না। সেই ঘটনাকে লক্ষ করে আল্লাহ তায়ালা عزّوجل কুরআনে কারিমে ইরশাদ করেন-

হে হাবিব ! আপনি তাদেরকে পাঠ করে শুনিয়ে দিন আদমের পুত্রদ্বয়ের ঘটনাকে যথার্থরূপে, যখন তারা উভয়ে নৈকট্য লাভের জন্যকোরবানিদিয়েছিল।) সূরা মায়েদা আয়াত ২৮

হযরত মুহাম্মদ এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন, তোমরা মোটা তাজা পশু দেখেকোরবানিকর, কারণ এ পশুই পুলসিরাতের বাহক হবে।

(1) কোরবানিকাকে বলে?

উত্তর:-হালাল পশু কে নিদিষ্ট সময়ে আল্লাহকে রাজি করার উদ্দেশ্যে বা নেকীর নিয়তে জবেহ করা কে কোরবানি

বলে। (2)

(2) কোরবানিকার জন্য ওয়াজিব?

উত্তর:-যে মুসলমান নর-নারী মালিকে নেশাব সাবালক মুকিম (মুসাফির না হয়) আজাদ হয় তাহলে তার প্রতিকোরবানিওয়াজিব।

3)কোরবানি ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত কি?

উত্তর:কোরবানিওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো:-

(১) অকিল (বুদ্ধি সম্পন্ন) (২) সাবালক (৩) স্থায়ী বাসিন্দা (মুসাফির না হয়) (৪) মুসলমান নর-নারী নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক এর উপর কোরবানি ওয়াজিব।

মালিকে নিসাব (নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক) বলতে বোঝায় যেই ব্যক্তির নিকট সাড়ে বায়ান্ন (৫২) তোলা রুপা অথবা তত পরিমাণ সম্পদের মূল্য অথবা তত পরিমাণ সম্পদের ব্যবসার পণ্য অথবা তত পরিমাণ

সম্পদের মৌলিক প্রযোজন ছাড়া সরঞ্জাম থাকুক এবং তার উপর আল্লাহ পাক বা বান্দাদের এত কর্জ (ঋণ) না থাকে যা আদায় করতে গিয়ে বর্ণিত নিসাব বাকি থাকবে না। ফোকাহায়ে কেরাম رحمه ﷲবলেন মৌলিক প্রযোজন (অর্থাৎ জীবনের প্রযোজনীয়তা) থেকে ওই জিনিস উদ্দেশ্য যেগুলোর সাধারণভাবে মানুষের প্রযোজন হয় এবং এগুলো ছাড়া জীবন ধারণ করা খুবই কঠিন আর অভাব অনুভূত হয় যেমন থাকার ঘর, পরিধানের কাপড়, বাহন ইলমে দ্বীনের কিতাব সমূহ এবং জীবিকার সরঞ্জাম ইত্যাদি। (3)

4) কোরবানির পদ্ধতি: -

কোরবানি হোক বা এমনি কোন জবেহ হোক আমাদের দেশে এই নিয়মটা চলে আসছে যে জবেহকারী কিবলামুখী হয় এবং পশু কেও কিবলামুখী করা হয়। কিবলা যেহেতু আমাদের ভারত উপমহাদেশের পশ্চিম দিকে। যেহেতু পশুর মাথা দক্ষিণমুখী করতে হবে। যাতে পশুকে বাম পাঁজরে শোয়ালে এটির পিঠ পূর্বদিকে হয়এবং তার মুখমন্ডল কিবলামুখী হয়ে যায় আর জবেহকারী নিজের ডান পা পশুর ঘাড়ের ডান অংশের (ঘাড়ের নিকটবর্তী অংশের) উপর রাখবে এবং জবেহ করবে। জবেহকারী নিজের কিংবা পশুর

মুখমণ্ডল কিবলামুখী না করলে মাকরুহ হবে।

(ফাতাওয়ায়ে রেজবীয়া কুড়ি খন্ড 216, 217 পৃষ্ঠা)

5) কোরবানি দেওয়ার সময় তামাশা দেখা কেমন?

উত্তর:-কোরবানির পশু নিজ হাতে জবেহ করা উত্তম এবং জবেহ করার সময় আখিরাতে সওয়াবের নিয়তে সেখানে নিজে উপস্থিত থাকা উত্তম। কিন্তু মুসলিম মা-বোনেরা শুধু এই অবস্থায় সেখানে দাঁড়াতে পারবে যখন বেপর্দার কোন অবস্থার সম্মুখীন না হয়। যেমন নিজের ঘরের মধ্যে হলে,

জবেহকারী মুহরিম হলে এবং উপস্থিত লোকদের থেকেও কেউ না মুহরিম না হলে। হ্যাঁ তবে না মুহরিম নাবালিক ছেলে বিদ্যমান থাকলে কোন সমস্যা নেই। শুধু আত্মতুষ্টির জন্য ও আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে পশুর চতুর্দিকে বেষ্টনী দেওয়া এর চিতকার ও লুটোপুটি খাওয়া দেখে আনন্দ পাওয়া, অট্টহাসি দেওয়া এবং একে হাসি তামাশার বস্তু বানানো সরাসরি এর প্রতি অবহেলা দেখানোরই নিদর্শন। জবেহ করার সময় বা নিজের কোরবানির পশু কোরবানি দেওয়ার সময় সেখানে অবস্থানের বিষয়টা সুন্নতের নিয়ত হওয়া চাই। এর সাথে সাথে এই নিয়ত ও করবেন আমি আজ যেভাবে

আল্লাহপাকের রাস্তায় কোরবানি দিচ্ছি প্রয়োজন হলে আল্লাহপাকের রাস্তায় নিজের প্রাণ কুরবান করে দিব ইনশাল্লাহ। এটাও নিয়তে থাকতে হবে যে পশু জবেহের মাধ্যমে নিজের নাফসে আম্বারা কে ও জবেহ করে দিচ্ছি আর ভবিষ্যতে গুনা থেকে বাঁচব। জবাইকৃত পশুর প্রতি দয়া পরবশ হবেন আর চিন্তা করুন যদি একটি স্থানে আমাকে জবাই করা হতো লোকেরা তামাশা করতো আর বাচ্চারা তালি বাজাত তাহলে আমার কিঅবস্থা হতো।

(6):-কোন সময় কোরবানি ওয়াজিব হয়?

উত্তর:- কোরবানি ওয়াজিব হওয়ার সময় হলো ১০ই জিলহজ সুবহে সাদিক থেকে ১২ ই জিলহজ সূর্যাস্তের আগে পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে হওয়া অপরিহার্য।

ঈদ কোরবানি

(7):- যদি কোন নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক (সাহিবে নেসাব) কোরবানির মানত মেনে নেয় তবে তাঁর উপর কয়টি কোরবানি ওয়াজিব হবে?

উত্তর:- যদি কোন (সাহিবে নেসাব) পরিমাণ সম্পদের মালিক কোরবানির মানত মেনে নেই, তো তার উপর নিম্নলিখিত দুইটিকোরবানিওয়াজিব হবে।

১-যেটা সাহিবে নিসাবের উপর ওয়াজিব হয়।

২- আর যেটা মানত মানার জন্য ওয়াজিব হয়েছে।

(৪) ১৩ই জিলহজে কোরবানি করা যাবে কি।?

উত্তর। কোরবানির জন্য তিন দিন (মানে ১০, ১১ এবং ১২ ই জিলহজ) সুতরাং ১৩ ই জিলহজ কোরবানি করা জায়েয নয় যদি কোন মানুষ ১৩ই জিলহজ কোরবানি করে তো তারকোরবানিহবেনা, হবেনা, হবেনা,

সুনান কুবরা লিল বাইহাকী, আল হিদায়া, ও ফাতাওয়ায়ে রেজবিয়া।

9) কোন দিন কোরবানি করা সবচাইতে উত্তম?

উত্তর:-প্রথম দিন (১০ই জিলহজ) কোরবানি করা উত্তম। তারপর ১১ ই জিলহজ তারপর ১২ ই জিলহজ।

(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)

10) কোরবানির একটি গরু, মোষ এবং উট একতজন অংশগ্রহণ করতে পারবে?

উত্তর:-একটি গরু, মোষ ও উট এর দ্বারা সর্বোচ্চ সাতজনের পক্ষ থেকেকোরবানিদেওয়া হবে।

(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী পঞ্চম খন্ড 304 পৃষ্ঠা)

11) কোরবানি না দিলে কী হয়? কোরবানিনা দেওয়ার পরিণতি বা কী?

উত্তর:-হ্যা' যার ওপর কোরবানি দেওয়া ওয়াজিব; ওই ব্যক্তি কোরবানি না দিলে ওয়াজিব ছাড়ার জন্য গোনেহগার হবে। তাই পরিবারের খরচ মেটানোর পর যদি জিলহজ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ নির্ধারিত পরিমাণ স্বর্ণ বা রুপা থাকে কিংবা নির্ধারিত পরিমাণ স্বর্ণ বা রুপার বাজার দর অনুযায়ী ৫০ হাজার থেকে ৪ লাখ টাকা থাকে ওই ব্যক্তির জন্য কোরবানি করা আবশ্যক।

সুতরাং যদি কারো কাছে কোরবানিকরার মতো টাকা কিংবা সম্পদ থাকে, তবে তাকে অবশ্যই কোরবানি করতে হবে। আর যদি ওই ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোরবানি না করে, তবে ওই ব্যক্তির ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ঊকঠোর হুশিয়ারি ঘোষণা করেছেন। হাদিসে এসেছে-

হজরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ঊবলেছেন, 'যার সামর্থ্য আছে তবুও সে কোরবানি করল না (অর্থাৎ কোরবানি করার সংকল্প তার নেই) সে যেন আমাদের ঈদগাহের কাছেও না আসে।' (মুসনাদে আহমদ, মুসতাদরেকে হাকেম)

12) একটি গরুতে ২,৪, ৬ এই জোড় সংখ্যায় কোরবানি দেওয়া যাবে কি লোকমুখে শোনা যায়, কোরবানিতে বিজোড় সংখ্যায় অংশ গ্রহনকরতে হয়?

উত্তর:- হ্যাঁ, দেওয়া যাবে মনে রাখতে হবে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সাত জনের বেশি যেনো না হয়।

তাফহীমুল মাসাইল

13):- কিছু মানুষকে বলতে শোনা যায় যে কোরবানি যার উপর ওয়াজিব সে ব্যাক্তি কোরবানি না করে সেই টাকা (হাদিয়া) কোন গরীবকে দিয়ে দেয় একথা কতদূর শরীয়তে গ্রহণযোগ্য?

উত্তর:-কোন ব্যক্তির উপর যদি কোরবানি ওয়াজিব হয় তো কোরবানির দিনে তার প্রতি কোরবানি করা একান্ত অপরিহার্য। যদি কোরবানি না করে সেই টাকা (হাদিয়া) কোন ফকিরকে দিয়ে দেয় তাহলে তার ওয়াজিব আদায় হবে না। আর ওয়াজিব ছাড়ার জন্য সে গুনাহগার হবে। (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)

14) গরিবদের কোরবানি: -

মুফতি আহমদ ইয়ার খান علیه الرحمة والرضوان বলেন যারা কোরবানি করতে অপারক তারাও এই দশ দিন (জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন) ক্ষৌরকর্ম করবে না কোরবানির ঈদের দিন ঈদের নামাজের পর ক্ষৌরকর্ম করবেন। তাহলে কোরবানির সওয়াব পাবেন ইনশাল্লাহ।

(মিরাতুল মানজিহ দ্বিতীয় খন্ড 370 পৃষ্ঠা)

15):- রাসূল নামে কোরবানি করা যাবে কি?

উত্তর:-জি হ্যাঁ রাসূল ঊএর নামে কোরবানি করা যাবে। বরং রাসূল এর পর্দা (পরকাল

গমন) করার পর হাজরত আলী رضي الله عنه এর অভ্যাস ছিল যে প্রতিবছর একটা দুম্বা নিজের নামে আর একটা দুম্বা রাসূল এর নামে কোরবানি করতেন। আবু দাউদ

16):-যদি কোন ব্যক্তি (মালিকে নিসাব) অর্থাৎ তার উপর কোরবানি ওয়াজিব হয় তো সেই ব্যক্তি একের অধিক কোরবানি করতে পাবে কী?

উত্তর:- ধনী ব্যক্তির উপর একটাই কোরবানি ওয়াজিব। একের অধিক কোরবানি করা তার জন্য নফল হবে। হ্যাঁ তবে যদি কোরবানি করে তো নফলের সওয়াব পাবে ইনশাল্লাহ।

ফাতাওয়ায়ে রেজবিয়া

17): কোনো কারণবশত যদি কোরবানির জন্য ক্রয় করা পশু কোরবানির আগে মারা যায় তার জন্য হুকুম কি?

উত্তর:-কোন পশু যদি কোরবানির আগে কোন কারনে মারা যায়। তাহলে সেই ব্যক্তি প্রকৃত ফকির হলে নতুন করে আর কোরবানি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি ধনী ব্যক্তি সাহিবেনেসাব হয়। তাহলে কোরবানির পশু মরার পরেও আবার নতুন করে পশু ক্রয় করে কোরবানি দিতে হবে।

বিঃ দ্রঃ (১) যখন নতুন করে পশু ক্রয় করবে তখন এমনটাও জরুরী নয় যে আগে

যত দামের পশু ছিল তত দামের পশু নিতে হবে।

বিঃ দ্রঃ (২) কোন পশু চুরি বা হারানোর ক্ষেত্রে একই হুকুম।

18): কোন ব্যক্তির উপর কোরবানি ওয়াজিব ছিল সে কোন কারনে এই বছর কোরবানি করেনি, এই অবস্থায় আবার কোরবানির সময় চলে এল তো এখন কি প্রথম কোরবানির কাযা আদায় করা যাবে?

(বাহারে শরীয়ত তৃতীয় খন্ড 312/313পৃষ্ঠা)

25): হালাল পশুর কোন কোন অংশ খাওয়া মাকরুহ, মামনু?

উত্তর:- হালাল পশুর (মাংস) 22 টি অংশ খাওয়া যাবে না। ইমামে ইসকে মোহাব্বত আলা হযরত عليه الرحمة والرضوان বলেন:- হালাল পশুর সব অংশই হালাল। কিন্তু কিছু অংশ আছে যা খাওয়া হারাম বা মাকরুহ। যেমন (1) শিরা বা রগের রক্ত (2) পিত্ত ও মূত্রথলি পুলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ অন্ডোকোষ জোড়া শরীরের গাট হারাম মজ্জা ঘাড়ের দোপাট্টা যা কাঁধ পর্যন্ত টানা থাকে 10 কলিজার রক্ত 11 পিলহার রক্ত 12 মাংসের রক্ত যা জবেহ করার পর মাংস থেকে বের হয় 13 হৃদপিন্ডের রক্ত 14 পিত্ত অর্থাৎ ওই

হলুদ পানি যা পিত্তের মধ্যে থাকে 15 পায়খানার রাস্তা 16 পাকস্থলী 17 নাকের আদ্রতা 18 নাড়িভুঁড়ি 19 বীর্ষ 20ঐ বীর্য যা রক্ত হয়ে গিয়েছে 21ঐ বীর্য যা মাংসের টুকরো হয়ে গিয়েছে 22 ঐ বীর্য যা পূর্ণ জানোয়ার হয়েছে, যা মৃত বা জবেহ করা ছাড়া মারা গিয়েছে।

(ফতোয়ায়ে রেজভীয়া কুড়ি খন্ড 240-241 পৃষ্ঠা)

26) নিজের উপর কোরবানি ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও নিজে কোরবানি না দিয়ে যদি অপরের নামে কোরবানি দেয় তাহলে কি কোরবানি দেওয়া হবে?

উত্তর:-যদি কোন ব্যক্তির উপরকোরবানিওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও কোরবানি নিজের নামে না দিযে অন্যের নামে দেয় তাহলে ওয়াজীব ছাড়ার জন্য সেই ব্যক্তি গুনাগার হবে।

যদি সে অপরের নামে কোরবানি দিতে চায় তাহলে আগে নিজের নামে কোরবানি দিয়ে তারপর অপরের (মা বাবা:স্ত্রী ইত্যাদি) নামে কোরবানি দিবে। ফতোয়ায়ে ফাইজুল রসুল

27): নাবালক সম্পদশালীবা অর্থশালী ব্যক্তির প্রতি কি কোরবানি ওয়াজিব?

উত্তর:-নাবালক যদি অর্থশালী বা মালদার ব্যাক্তি হয় তবুও তার প্রতি কোরবানি ওয়াজিব হবে না (4)

(1) মুসলিম-২৬৩৯, (2) দুররে মুখতার, (3) আল হিদায়া প্রথম খণ্ড 96পৃষ্ঠা, (4)) দুররে মুখতার; ফতোয়ায়ে রেজবিয়া; বাহারে শরীয়ত;

28): মহিলাদের প্রতি কি কোরবানি ওয়াজিব?

উত্তর:-আগেই বলা হয়েছে কোরবানি কার কার প্রতি ওয়াজিব। প্রত্যেক মালিকে নেশাব এর প্রতি কোরবানি ওয়াজিব।

29): ঋণী বা দেনাদার ব্যক্তির প্রতি কি কোরবানি ওয়াজিব?

উত্তর:-ঋণ বা দেনা পরিশোধ করার পরিমাণ অর্থ রেখে যদি সাড়ে 52 তোলা চাদি বা সাড়ে সাত তোলা সোনা থাকে বা তার সমপরিমাণ অর্থ থাকে তাহলে তার প্রতি কোরবানি ওয়াজিব।

30): কোন ব্যক্তির উপর কোরবানি ওয়াজিব হওয়া সত্তেও বর্তমানে পশু কেনার জন্যটাকা পয়সা নেই সেই ব্যক্তি কি টাকা পয়সা ধার নিয়ে কোরবানি দিবে?

উত্তর:-কোন ব্যক্তির উপর কোরবানি ওয়াজিব হয়ে থাকলে যদি বর্তমানে তার কাছে নগদ টাকা-পয়সা না থাকে তাহলে কোন জিনিস বিক্রি করে বা ধার নিয়ে কোরবানি দিতে হবে (ফাতাওয়ায়ে আমজাদিয়া তৃতীয় খন্ড 315 পৃষ্ঠা।

31): কোরবানি (পশু জবেহ) কে অস্বীকার কারীর হুকুম কি?

উত্তর:-কোরবানি (পশু জবেহ) কে অস্বীকারকারী ব্যক্তিগুমরাহ

ফতোয়ায়ে রেজবীয়া

32): কত প্রকারের পশু কোরবানি করা যাবে?

উত্তর:-নিম্নলিখিত তিন প্রকারের পশুকোরবানিকরা হয় যেমন ১) ছাগল, ২) গরু, ৩)উট;

ছাগল জাতীয়:-ভেড়া, দুম্বা, স্ত্রী ছাগল, পুরুষ ছাগল।

গরু জাতীয়:-গাই গরু, বকনা গরু, বলদ, ষাঁড়, মোষ।

উটজাতীয়:-উট (স্ত্রী লিঙ্গ পুরুষ লিঙ্গ প্রযোজ্য)।

33): হাঁস মুরগি মোরগ কোরবানি করা হবে কি?

উত্তর:-না হাঁস মুরগি মোরগ এর কোরবানি হয় না বরং এর কোরবানি করা মাকরুহ এইসব কাজ অমুসলিমদের সঙ্গে মুশাবিহাত (মিল খায়) রাখে। (ফতোয়ায়ে রেজবীয়া ২০ খন্ড)

34): কোরবানির জন্য ছাগল জাতীয় পশুর বয়স কত হতে হবে?

উত্তর:-ছাগল খাসি এক বছরের ঊর্ধ্বে (দূররে মুখতার)

কোরবানির জন্য দুম্বা ভেড়া বয়স ১ বছর, যদি ছয় মাসের বাচ্চা দেখে এক বছরের মনে হয় তাহলে কোরবানি হবে নচেৎ কোরবানি হবে না। (দূররে মুখতার)

35): ছাগলের বয়স যদি এক বছরের কম হয় কিন্তু দেখে মনে হয় এক বছরের বেশি তাহলে কি তার কোরবানি হবে?

উত্তর:-না । (ফাতাওয়ায়েয-রেজবীয়া)

36): ছাগলের বয়স যদি এক বছর হয় কিন্তু না দাঁতে তাহলে কি কোরবানি হবে?

উত্তর:-হবে। (কোরবানির জন্য এক বছর বয়স হওয়া শর্ত কিন্তু দাঁত বের হওয়া শর্ত নয়)। ফাতাওয়ায়ে ফাইজুর রসুল

37): ছাগল ক্রয় করতে গিয়ে যদি দেখে ছাগলটি দুটি দাঁত বের হয়নি অথচ ছাগল বিক্রেতা যদি বলে এক বছর বয়স পূর্ণ হয়েছে তাহলে ছাগোল বিক্রেতার কথা মানা যাবে কি?

উত্তর:-মানুষ নিজের মাল বিক্রি করার জন্য অনেক সময় মিথ্যার আশ্রয় নেই সুতরাং নিজের কোরবানির হেফাজত করার জন্য অন্য সাধারণ মানুষের ওপর ভরসা না করাই

উচিত এমন পশু ক্রয় করবেন যেটার উপর কোন সন্দেহ থাকবে না ।(কোরবানি কে আহকাম)

38): কোরবানির জন্য ক্রয় করা পশু (অন্য একটা পশু ক্রয় করার নিয়তে) কোরবানির জন্য ক্রয় করা পশুটি বিক্রি করতে পাবে কি?

উত্তর:-কোরবানির নিয়তে ক্রয় করা পশু বিক্রি করা মাকরুহ যদি কেউ বিক্রি করে দেয় তাহলে তা থেকে পাওয়া মূল্য খরচ করার পদ্ধতি নিম্নরূপ:

১) যত টাকা বিক্রয়করা পশুর মূল্য আর তা থেকে পাওয়া লাভ দ্বারা কোরবানির জন্য

আগেকার থেকে উত্তম পশু ক্রয় করতে হবে।

২) সেই মূল্য দ্বারা যদি একের অধিক পশু ক্রয় করা হয়, তাহলে ক্রয় করতে হবে।

৩) একটা পশু ক্রয় করার পরে যদি তা থেকে কিছু টাকা বেঁচে যায় তাহলে তাতে আরো টাকা যোগ করে আরো একটা পশু কোরবানির জন্য ক্রয় করতে হবে।

৪) একটা পশু কোরবানির নিয়তে ক্রয় করবে আর বাকি টাকা সাদকা করবে।

মনে রাখবে-কোরবানির পশু বিক্রি করার পরে লাভ হওয়ার টাকা নিজের জন্য ব্যবহার করা অবৈধ ও নাজায়েজ। যদি কোনো

কারণে বিক্রি করে দেয় যেমন সিং ভাঙ্গা, পা ভাঙ্গা ইত্যাদি কারণে সেটাকে অল্প দামে বিক্রি করে তাতে আরও টাকা যোগ করে কোরবানির পশু ক্রয় করতে হবে যদি গরিব হয় তাহলে সেই দামেই ক্রয় করবে।

রদ্দুল মুহতার, কিতাব উল আদ্বহীয়া চতুর্থ খন্ড ৩২৯ পৃষ্ঠা

39): কোরবানির সঙ্গে আকিকা দেওয়া যাবে কি?

উত্তর:-হ্যাঁ কোরবানির সঙ্গে আকিকা দেওয়া যাবে। (রদ্দুল মুহতার পঞ্চম খন্ড ৫৪০ পৃষ্ঠা)

40): মানত অথবা মৃত ব্যক্তির ওসিয়ত করা কোরবানির মাংস খাওয়া কেমন?

উত্তর:-মানত অথবা মৃত ব্যক্তির ওসিয়তের সমস্ত মাংস ফকির মিসকিনের মধ্যে বন্টন করা ওয়াজিব।

সে নিজেও খেতে পাবে না বা কোন ধনী ব্যক্তিও খেতে পাবে না। (বাহারে শরীয়ত তৃতীয় খন্ড ৩৪৫ পৃষ্ঠা)

41): কয়েকজন মিলে যদি একসঙ্গে কোরবানি করে তাহলে সেই মাংস কি ওজন করে ভাগ (বন্টন) করতে হব?

উত্তর:-অংশগ্রহণকারীরা যদি গরু কোরবানি করে তাহলে তাদের প্রতি কর্তব্য যেন মাংস ওজন করে ভাগ (বন্টন) করে। অনুমান করে মাংস বণ্টন করা নাজায়েয। যদি বন্টন করে তাহলে গুনাহগার হবে। হ্যাঁ যদি অংশ গ্রহণ কারীরা একটা পরিবার থেকে হয় তাহলে অনুমান করে ভাগ করে নেবে বা অংশগ্রহণ কারীরা যদি নিজের ভাগ না নেয় তাহলে ওজন করার প্রয়োজন নেই।

42(: এইরকম কি কোন হাদিস আছে যে উম্মুল মোমেনিন মা আয়েশা সিদ্দীকা رضى الله عنها বর্ণনা করেন যে আমি কোরবানির পশুর পা রেখে দিতাম দশ দিন পরে সরকারে মদিনা সেটিকে আহার করতেন?

উত্তর: জি উপরোক্ত হাদীস টি অবশ্যই সহি ও সত্য হাদীসটি এরকমভাবে এসেছে যে আমি উম্মুল মোমেনিন মা আয়েশা সিদ্দীকা رضى الله عنهاকে জিজ্ঞাসা করলাম যে রাসূল কি কোরবানির গোস্ত রাখতে মানা করতেন? তিনি رضي الله عنها বললেন না। সেই সময় অল্প সংখ্যক মানুষ কোরবানি করত সেই জন্য রাসূল চাইতেন যে যারা কোরবানি করতে পারেনা তাদেরকে খাওয়ানো যায়।

আমি কোরবানির পশুর পা রেখে দিতাম তারপর সেটা দশদিন পর খেতাম।

ইমাম তিরমিজি বলেন এই হাদিসটি হাসান।

মা আয়েশা সিদ্দিকা رضى الله عنها উম্মাহাতুল মুমিনীন দের মধ্যে একজন (নবীর স্ত্রীগনদের মধ্যে একজন(

এই হাদীসটি অনেক সনদ থেকে বর্ণিত আছে।

কোরবানির মাংস রাখার কোনো নিদিষ্ট সময় নাই যতদিন ইচ্ছা ততদিন রাখতে পারে।

43): কোন পশুর কান পরিচিতির জন্য বা শনাক্তকরণের জন্য ছিদ্র করা হয় তাহলে সেই পশুর কোরবানি হবে কি?

উত্তর:-অবশ্যই হবে জায়েজ আছে। কিন্তু মুস্তাহাব হচ্ছে যে কান, চোখ, পা যাতে পুরোপুরি নিখুঁত থাকে।

ফাতাওয়ায়ে রেজবিয়া তে এইরকমভাবে এসেছে

44): একটি পশুর যদি একটি অণ্ডকোষ থাকে তাহলে কোরবানি হবে কি?

উত্তর:-যদি পশু টির জন্মগত একটি অণ্ডকোষ থাকে তাহলে কোরবানি হবে।

(আবু দাউদ; ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া; ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া; ফাতাওয়ায়ে বাহরুরাইক।)

45): কোরবানির জন্য গরু মোষ এর বয়স কত হওয়া দরকার?

উত্তর:-কোরবানির জন্য গরু-মোষের বয়স কমপক্ষে দু'বছর হওয়া জরুরী। এর কম হলে কোরবানি হবে না। (দুররে মুখতার)

46): কোরবানির জন্য উট এর বয়স কত হওয়া দরকার?

উত্তর:-কোরবানির জন্য উটের বয়স কমপক্ষে পাঁচ বছর হওয়া জরুরী এর কম হলেকোরবানিহবে না (দূররে মুখতার)।

47): মোষের কোরবানি করা কি জায়েজ?

উত্তর:- জি হ্যাঁ। মোষ গৃহপালিত পশুর মধ্যে এক ধরনের পশু। (হেদায়া মা ফতেউল কাদির নবম খন্ড, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী পঞ্চম খন্ড, তাতারখানিয়া তৃতীয় খন্ড, বাহারে শরীয়ত তৃতীয় খন্ড)

48): কোরবানির পশু কেমন হওয়া দরকার?

উত্তর:-মুস্তাহাব হচ্ছে কোরবানির পশু নিখুঁত কান, চোখ, পা, লেজ, শিং সুরক্ষিত থাকতে হবে কোন ধরনের যেনখুঁতনা থাকে (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)

49): যদি কোন পশুর জিহ্বা কাটা থাকে তার কোরবানি হবে কি?

উত্তর:-যদি কোন পশুর জিহবা কাঁটা থাকে কিন্তু চারা খেতে পারে তাহলে কোরবানি হবে। যদি চার আনা খেতে পারে তাহলে কোরবানি হবে না। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)

50): পাগল পশুর কোরবানি জায়েয হবে কি?

উত্তর:-যদি পাগল পশু চারা খেতে পারে তাহলে কোরবানি হবে। আর যদি চারা খেতে না পারে তাহলে কোরবানি হবে না (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)

51): কোন পশুর নাক কাটা থাকলে কোরবানি হবে কি?

উত্তর: যদি কোন পশুর নাক কাটা থাকে তাহলে কোরবানি হবে না। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)

52) কোন পশুর জন্মগত শিং না থাকলে কোরবানি হবে কি?

উত্তর:-যদি কোন পশুর জন্মগত শিং না থাকে তাহলে কোরবানি হবে (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, রদ্দুল মুহতার)।

53) শিং ভাঙা পশুর কোরবানি জায়েয হবে কি?

উত্তর:-এই বিষয়ে তিন ধরনের উত্তর হবে। যথা- ১) যদি পশুর শিং, গোড়া থেকে না ভেঙে উপর অংশ ভাঙে তাহলে কোরবানি হবে।

২) যদি পশুর শিং গোড়া থেকে ভেঙে যায় এবং ক্ষত গভীর হয় কোরবানি আসার সময় হতে হতে যদি ক্ষত ভালো হয়ে যায় তাহলে কোরবানি জায়েজ হবে।

৩) যদি পশুর শিং গোড়া থেকে ভেঙে যায় এবং ক্ষত

গভীর হয় কোরবানির সময় হতে হতে যদি ক্ষত ভালো না হয় তাহলে কোরবানি জাযেষ হবে না। কারণ পশুর শিং ভাঙার কারণে মাথায় যে ক্ষত হয়েছে সেটি একটা খুঁত, যেটা কোরবানির সময় পর্যন্ত আছে যার ফলে কোরবানি জায়েয হবে না।
(ফাতাওয়ায়ে রেজবীয়া, রদ্দুল মুহতার)

54) কোন পশুর শিং আগুনে পুড়ে যাওয়ার পর যদি দুটো শিং না বের হয় বা একটা শিং বের হয় তাহলে কোরবানি জায়েয হবে কি?

উত্তর:-কোন পশু আগুনে পুড়ে যাওয়ার কারণে একটি শিং বের হয়ে হয়েছে, বা দুই টি শিংই বের হয় নি এরকম পশুর কোরবানি হয়ে যাবে। শর্ত হচ্ছে শিং পুড়ে যাওয়ার কারণে মাথার ক্ষত কোরবানির সময় আসতে আসতে যেন ভালো হয়ে যায়।

(ফাতাওয়ায়ে রেজবীয়া)

55): কোরবানি পশুর দুই টি কান বা একটি কান কাটা থাকে তাহলে সেই পশুর কোরবানির হুকুম কী?

উত্তর:-যদি কোন পশুর সম্পন্ন দুটি কান বা একটি কান সম্পন্ন কাটা থাকে তাহলে কোরবানি হবে না হবে না হবে না। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)

56): যদি কোন পশুর কান চিরা (ফাড়া) থাকে তাহলে সেই পশুর কোরবানি হবে কি?

উত্তর:-যদি কোন পশুর কান লম্বালম্বি চিরা (ফাড়া) থাকে তাহলে তার কোরবানি জায়েয আছে। তবে না দেওয়া ভালো। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)

57): যদি কোন পশুর কানফাটা (ছিদ্র) থাকে তাহলে সেই পশুর কোরবানি হবে কি?

উত্তর:-যদি কোন পশুর কান ফাটা বা ছিদ্র থাকে তাহলে কোরবানি জায়েয হবে। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)

58): যদি কোন পশুর কান কাটা থাকে এবং কান টি কেটে পড়ে না যায় ঝুলে থাকে তাহলে কোরবানি দেওয়া যাবে কী?

উত্তর:-যদি কোন পশুর কানকাটা থাকে পৃথক না হয় ঝুলে থাকে তাহলে কোরবানি হবে। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)

59): যদি কোন পশুর কান জন্মগত ছোট হয় তাহলে তার কোরবানি হবে কি?

উত্তর:-হ্যাঁ হবে। যদি কোন পশুর কান জন্মগত ছোট হয় তাহলে কোরবানি জায়েয। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী , দূররে মুখতার)

60): যদি কোন পশুর জন্মগত একটি বা দুটি কান না থাকে তাহলে তার কোরবানি করা কেমন?

উত্তর: -যদি কোন পশুর জন্মগত একটি বা দু'টি কান না থাকে তাহলে সেই পশুর কোরবানি করা জায়েয হবে না। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, রদ্দুল মুহতার, হেদায়া শরীফ)

61): যদি কোন পশুর লোম কেটে নেওয়া হয় তাহলে সেই পশুর কোরবানি হবে কি?

উত্তর:-যে পশুর লোম কেটে নেওয়া হয়েছে সেই পশুরকোরবানিঅবশ্যই জায়েজ আছে। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)

62): অন্ধ পশুর কোরবানি জায়েয আছে কি?

উত্তর:-না অন্ধ পশুর কোরবানি একেবারে নাজায়েজ। (দূররে মুখতার, বাহারে শরীয়ত)

63): তীর্যক দৃষ্টিতে দেখা (ট্যারা চোখে দেখা) পশুর কোরবানি হবে কি?

উত্তর:-তীর্যক দৃষ্টিতে দেখা (তেরছা চোখে দেখা) পশুর কোরবানি জায়েয। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)

64): যদি কোন পশুর দাঁত না থাকে তাহলে তার কোরবানি জায়েয হবে কি?

উত্তর:-যদি কোন পশুর দাঁত না থাকে কিন্তু চারা খেতে পারে তাহলে সেই পশুর কোরবানি জায়েজ যদি চারা খেতে না পারে তাহলে তাঁর কোরবানি জায়েয নয়। (ফাতাওয়ায়েকাজী খাঁ)

65): কোন পশুর যদি লেজ না থাকে তাহলে তার কোরবানি হবে কি?

উত্তর:-কোন পশুর লেজ যদি জন্মগত না থাকে তাহলে তার কোরবানি জায়েয হবে। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)

66):) যদি কোন পশুর পা কাটা থাকে তাহলে তার কোরবানি জায়েয হবে কি?

উত্তর:-যদি কোন পশুর পা কাটা থাকে তাহলে তার কোরবানি জায়েয হবে না। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)

67): বন্ধা (বাঝা) পশুর কোরবানি হবে কি?

উত্তর:-হ্যাঁ অবশ্যই বন্ধ্যা (বাঝা) পশুর কোরবানি জায়েয আছে।
(ফাতাওয়ায়েফাইজুর রসুল দ্বিতীয় খন্ড)

68): হিজড়া পশুর কোরবানি হবে কি?

উত্তর:-না। হিজড়া পশুর কোরবানি জায়েয নয়।

বিঃ দ্রঃ হিজড়া পশু বলতে বোঝায়, যে পশুর উভয় লিঙ্গ আছে এবং যাকে দেখে স্ত্রী পশু বাপুরুষ পশু মনে না হয়, দেখে যেন মনে হয় হিজড়াই পশু। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী,

ফাতাওয়ায়ে রেজবিয়া, দুররে মুখতার, বাহারে শরীয়ত)

69): খাসি করা পশুর কি কোরবানি হবে?

উত্তর:-হ্যাঁ খাসি (প্যারাই করা পশুর কোরবানি জায়েজ।

খাশি হওয়া টি পশুর কোন খুঁত নয়। বরং খাসি করাতে তার মাংস আরো সুস্বাদু হয়। সুতরাং খাসি পশু কোরবানি করা জায়েয বরং উত্তম। এটার নবী কারীম ঊথেকেও প্রমাণ আছে।

(আবু দাউদ শরীফ, মিসকাত শরীফ, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, দূররে মুখতার)

70): দুর্বল পশুর কোরবানি জায়েয আছে কি?

উত্তর:-কোরবানির পশু যদি এতই দুর্বল হয় যে তার হাড়ে মাংস না থাকে, মাংস না থাকার লক্ষণ হচ্ছে পশুটি দুর্বলতার জন্য দাঁড়াতে পারছে না তাহলে তার কোরবানি জায়েয নয় যদি এরকম না হয় তাহলে কোরবানি জায়েজ। (দুররে মুখতার, বাহারে শরীয়ত)

71): যেসব পশু নোংরা খায় (যেমন পায়খানা, প্রস্রাব) এবং তার কারণে মাংসে গন্ধ ছড়ায় সেই পশুর কোরবানি জায়েজ হবে কি?

উত্তর:-এই সমস্ত পশুর কোরবানি জায়েয হবে না। (বাহারে শরীয়ত, দূররে মুখতার)

72); যদি কোন পশুর পেটে বাচ্চা থাকে (গাভিন গাই) তাহলে সেই পশুর কোরবানি হবে কি?

উত্তর:-হ্যাঁ। পেটে বাচ্চা থাকা পশুর (গাভীনগাই) কোরবানি যদিও জায়েয কিন্তু এটি শরীয়তে অপছন্দনীয়। (ফাতাওয়ায়ে রেজবীয়া)

73): যদি কোন ছাগলের একটি স্তন (বাট) শুকিয়ে বা কেটে যায় তাহলে কোরবানি হবে কি?

উত্তর:-যদি কোন ছাগলের একটি স্তন (বাট) শুকিয়ে বা কেটে যায় তাহলে কোরবানি জায়েয নয়।

(দুররে মুখতার, বাহারে শরীয়ত)

74): গরু, মোষ, উট এর স্তন (বাট) শুকিয়ে যায় বা কেটে যায় তাহলে তার কোরবানি হবে কি?

উত্তর:-গরু, মোষ, উট এর দুটি বা দুটির বেশি স্তন (বাট) শুকিয়ে বা কেটে যায় তাহলে কোরবানি জায়েয নয়। যদি একটি স্তন (বাট) কেটে বা শুকিয়ে যায় তাহলে তার কোরবানি করা জায়েয। কিন্তু না করাই ভালো। (রদ্দুল মুহতার, বাহারে শরীয়ত)

75): কোন গরুর যদি জিহ্বা কাটা থাকে তাহলে তার কোরবানি জায়েজ হবে কি?

উত্তর:-যেহেতু গরু চারা জিহ্বা দ্বারা খায় সেহেতু তার জিহ্বা যদি তিন ভাগের বেশি কাটা হয় তাহলে কোরবানি জায়েয নয়। যদি তিন ভাগের কম কাটা থাকে তাহলে কোরবানি জায়েয আছে। (রদ্দুল মুহতার)

76): অসুস্থ পশুর কোরবানি জায়েয আছে কি?

উত্তর:-কোন পশুর যদি এত অসুস্থ হয় যে তার অসুস্থতা প্রকাশ হচ্ছে এবং অসুস্থ প্রকাশের কারণে চারা খেতে পারছে না, সেই পশুর কোরবানি জায়েজ নয়। আর যদি অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও পশুটি চারা পানি ইত্যাদি

খায় তাহলে তার কোরবানি জায়েয । (দুররে মুখতার, বাহারে শরীয়ত)

77): এমন কোন পশু যা তিন পায়ে চলাফেরা করে অর্থাৎ কোন একটি পায়ের সাহায্য নেয় না এই রকম পশুর কোরবানি জায়েজ হবে কি?

উত্তর:-এই রকম পশু যে তিন পায়ে চলাফেরা করে অন্য পায়ের সাহায্য না নিয়ে এই ধরনের পশু কোরবানি দেওয়া ইসলামী শরীয়তে জায়েয নয়। হ্যাঁ যদি হ্যান্ডিক্যাপ (খোঁড়া) হয় এবং চার পায়ে চলাফেরা করতে পারে তাহলে জায়েয আছে। (দূররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

78): কৃষি জমি বিক্রি করলে মালিকে নেসাবের থেকেও বেশি সম্পদের মালিক হবে তাহলে তার উপর কি কোরবানি ওয়াজিব?

উত্তর: যদি কোন ব্যক্তির নিকট কৃষি জমি বিক্রি করে মালিকে নেসাবের থেকে বেশি সম্পদ হয় তাহলে তার ওপর কোরবানি ওয়াজিব। ফতোয়ায়ে ফাইজুর রসূল ২/৪৪৬

79): কোন ব্যক্তি একটি ছাগল কে কোরবানির নিয়তে পালন করল কিন্তু সে ব্যাক্তি এত গরিব যে তার অনেক ঋণ আছে৷

প্রশ্ন হচ্ছে যে সেই দেনাদার ব্যক্তি এখন সেই ছাগলটির কোরবানি করবে না সেটি বিক্রি করে দেনা শোধ করবে।?

উত্তর: সেই ব্যক্তির উপর কোরবানি ওয়াজিব নয়। এরকমভাবে বাহারে শরীয়তে আছে ছাগলের মালিক ছিল সেটির প্রতি পরে কোরবানির নিয়ত করল। বা ক্রয় করার সময় কোরবানির নিয়ত করেনি পরে নিয়ত করল। এই নিয়তে কোরবানি ওয়াজিব হবে না। ফতোয়ায়ে ফাইজুর রসূল ২/৪৪

40): একজন বিবাহিতা মহিলার নামে কোরবানি হবে এবং সে মহিলা মালিকে নেসাব।

প্রশ্ন হচ্ছে মহিলার নামে কোরবানি হলে তার সাথে তার বাবার নাম, মায়ের নাম না স্বামীর নাম ধরতে হবে?

উত্তর: কোন মহিলার তরফ থেকে যদি কোরবানি হয় তাহলে তার সঙ্গে তার স্বামীর মা, বাবার নাম না নিয়ে শুধু তার নাম নিয়ে কোরবানি করা যথেষ্ট এরকম নয় যে কারো সঙ্গে কারো নাম দিতেই হবে। আল্লাহ তাআলার সব খবর রাখেন আল্লাহতালা অন্তর জামি।

ফাতাওয়ায়ে ফাইজুর রসুল ২/৪৪৮ পৃষ্ঠা

81): যদি কোন ছাগলের বাচ্চা কুকুরের দুধ খায় তাহলে সেই ছাগলের কোরবানি দেওয়া যাবে কি?

উত্তর: ছাগলের বাচ্চাটি কুকুরের দুধ খাওয়া ছেড়ে যদি ঘাস খাওয়া শিখে নেয় তাহলে

সেই ছাগলের কোরবানি করা যাবে এবং মাংস খাওয়া যাবে। বাহারে শরীয়ত ১৫/ ১২৭ পৃষ্ঠা,

ফাতাওয়ায়ে ফাইজুর রসুল ২/৪৫২পৃষ্ঠা।

82): যদি কোন পশুকে কুকুরে কামড়ায় এবং ক্ষত হয়ে যায় কোরবানির সময় আস্তে আস্তে ক্ষত যদি ভালো হয়ে যায়, কিন্তু সেই জায়গায় যদি লোম না বেরোয় তাহলে কি কোরবানি হবে?

উত্তর: এ অবস্থায় পশুর কোরবানি হয়ে যাবে কিন্তু মাকরূহ হবে।

৪3): যদি কোন ব্যক্তির নিকট মালিকে নেসাবের উপযুক্ত টাকা-পয়সা না থাকে কিন্তু তার যদি কোন ছাগলের বাচ্চা দেখতে অনেকটা কুকুরের মত হয় তাহলে সেই ছাগলের কোরবানি দেওয়া যাবে কি?

উত্তর: ছাগলের পেট থেকে কুকুরের মত দেখতে বাচ্চা যদি জন্ম নেয় তাহলে দেখতে হবে বাচ্চাটি যদি কুকুরের মত ডাকে তাহলে কোরবানি দেওয়া হবে না। আর যদি ছাগলের মত ডাকে তাহলে কোরবানি জায়েয আছে।

যদি দুই ধরনের আওয়াজ (ছাগল এবং কুকুরের মত) করে ডাকে তাহলে তাকে পানি খেতে দিতে হবে যদি চেটে খায়

তাহলে কুকুরের লক্ষণ আর যদি পান করে খায় তাহলে ছাগোল। যদি পানি চেটে এবং পান করে খায় তাহলে তার মাংস এবং ঘাস রাখতে যদি মাংস খায় তাহলে কুকুর ধরতে হবে। যদি ঘাস খায় তাহলে ছাগল ধরে নিতে হবে।

যদি দুটোই খায় তাহলে তাকে জবাই করে পেটের ভিতর নাড়িভুঁড়ি আছে কি দেখতে হবে যদি থাকে তাহলে খাওয়া যাবে যদি না থাকে তাহলে খাওয়া যাবেনা।

84):-যারা নিজের নামে কোরবানি দেয় তারা অনেকে এরকম কথা বলে থাকে। যে আজ আমরা রোজা আছি কোরবানির মাংসে ইফতারি করব বা কোরবানির পশু হালাল করার পর ইফতারি করবো তাহলে কি কোরবানির দিনে শরীয়তে রোজা হয়?

উত্তর:- না। ঈদুল ফিতরের দিন এবং কোরবানির ঈদের দিন এবং তারপর তিন দিন রোজা রাখা হারাম, মনে রাখবেন বছরে ৫দিন রোজা রাখা হারাম যথা ঈদুল ফিতরের দিন, ১০/১১/১২/১৩ই জিলহজ।

তবে ৯ই জিলহজ রোজা রাখা অতি উত্তম এবং সমস্ত নফল রোজার মধ্যে উত্তম রোজা আরাফার (৯ই জিলহজ) দিনের রোজা

কোরবানি কারীদের জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে ঈদের দিন কোরবানি করার আগে কিছু যেন না খায় কোরবানির মাংস প্রথমে খাবে কিন্তু এটি রোজা নয় এবং রোজার নিয়ত করাও জায়েয নয়।

85): কোরবানির প্রথম ১০ দিন চুল নখ নাকটার বিধান: -

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী)عليه الرحمة والرضوان(এক হাদীসে পাক অর্থাৎ যখন জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন এসে যায় এবং তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কোরবানি করতে চাই সে যেন নিজের চুল, নখ ও চামড়ায় হাত না

দেয় বা না কাটে। এর ব্যাখ্যায় বলেন ধনী ব্যক্তি ওয়াজিব হিসাবে অথবা গরিব ব্যক্তি নফল হিসেবে কোরবানি করার ইচ্ছা পোষণ করে সে যেন জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা থেকে শুরু করে কোরবানি করা পর্যন্ত নিজের নখ চুল ও শরীরের মৃত চামড়া কাটবেনা এবং অন্যকে দিয়েও কাটাবে না যাতে করে হাজী সাহেবানদের সাথে কিছু সাদৃশ্য হয়ে যায়।

(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, আবলাখ ঘুড়ে সওয়ার ৪)

৪6): কোরবানিক রার প্রথমে কি দোয়া পাঠ করা জরুরি?

উত্তর:-কোরবানির প্রথমে দোয়া পাঠ করা সুন্নাত। সুতরাং কেউ যদি দোয়া পাঠ না করে তাহলে সে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। এতে কোরবানির কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার بسم الله الله أكبر পড়লে হালাল হয়ে যাবে। (কোরবানির কে মাসাইল 34)

87(: কেউ যদি জবেহ (হালাল) করার সময় বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার بسم الله الله اكبر) তাসমিয়া) পড়তে ভুলে যায় তাহলে কি হবে?

উত্তর:-কারো যদি জবেহ (হালাল) করার সময় বিসমিল্লাহ بسم الله الله اكبر)তাসমিয়া) পড়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু হালাল করার সময় ভুলে যাই তো এই অবস্থায় হালাল হয়ে যাবে । (কোরবানি কে মাসাইল 37)

88): কোরবানি মাংসের তিনভাগ:-

কোরবানির মাংস নিজেও খেতে পারবেন আর অন্যান্য সম্পদশালী ব্যক্তি বা ফকিরকে ও দিতে পারবেন, খাওয়াতেও পারবেন। বরং তা থেকে কিছু খাওয়া কোরবানি দাতার

জন্য মুস্তাহাব। উত্তম হলো মাংসকে তিন ভাগ করবে একভাগ ফকিরদের জন্য আর এক ভাগ নিকট আত্মীয়দের জন্য অপর ভাগ নিজের ঘরের অধিবাসীদের জন্য। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী পঞ্চম খন্ড 300পৃষ্ঠা)

যদি সব মাংস নিজে রেখে দেয় তাহলেও কোন গুনাহ নেই। আমার আকা আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা عليه الرحمة والرضوان বলেন তিন ভাগ করা শুধু মুস্তাহাব কাজ আবশ্যক নয় যদি চাই সব সব মাংস নিজের জন্য রেখে দেয় বা সব মাংস নিকট আত্মীয়দের দিয়ে দেয় বা সব মাংস মিসকিনদেরকে বন্টন করে দিতেপারে।

৪9): ছাগল জান্নাতি পশু।

ছাগলকে সম্মান কর এবং তার শরীর থেকে মাটি ঝেড়ে দাও কেননা সেটা জান্নাতি পশু। (আবলাক ঘুড়ে সওয়ার 23)

90(: কোরবানির পশু জবেহ করার শুরুতে এই দোয়াটি পড়বে। اللَّهُمَّ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ - إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي الله رَبِّ الْعَالَمِينَ - لا شريك له وبذلك أُمِرْتُ وأنا مِنَ الْمُسْلِمِينَ - بسم الله الله اكبر - اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ

উচ্চারণ- ইন্নি ওয়াঝঝাহতু ওয়াঝহিয়া লিল্লাজি ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা

আলা মিল্লাতি ইবরাহিমা হানিফাও ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকিন। ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। লা শারিকা লাহু ওয়া বি-জালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমিন। বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, বলে জবেহ করবে আল্লাহুম্মা মিনকা ও লাকা।

- যদি কেউ এ দোয়াটি না পারেন তবে ছোট্ট এ অংশটুকু পড়বেন-

بسم الله الله اكبر - اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা।

- নিজের পশু নিজে কোরবানি করলে পশু জবেহ করার পর এ দোয়া পড়বে-

اللهم تقبل له مني كما تقبلت من حبيبك مَحَمَّدٍ وَ خَلِيلِكِ إِبْرَاهِيم

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা তাকাব্বালহু মিন্নি কামা তাকাব্বালতা মিন হাবিবিকা মুহাম্মাদিও ওয়া খালিলিকা ইবরাহিম।'

- অন্য কেউকোরবানিবা অন্য কারো কোরবানি করলে এ দোয়া পড়া-

اللهم تقبل لَهُ مِنكَ مِنْكُمْ كما تقبلت مِنْ حَبِيبِكَ مَحَمَّدٍ وَ خَلِيلِكَ إِبْرَاهِيم

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা তাকাব্বালহু মিনকা-মিনকুম' কামা তাকাব্বালতা মিন হাবিবিকা মুহাম্মাদিও ওয়া খালিলিকা ইবরাহিম।'

লক্ষ্যণীয় হলো-

যদি কেউ একাকি কোরবানি দেয় এবং নিজে জবাই করে তবে বলবে মিন্নি; আর অন্যের কোরবানির পশু জবাই করার সময় মিনকা-মিনকুম' বলে যারা কোরবানি আদায় করছে তাদের নাম বলা।

91): আইয়ামে তাশরীক কত দিন এবং কোন, কোন দিনকে বলা হয়?

উত্তর:-আইয়ামে তাশরীক তিন দিন। ১১, ১২ ও ১৩ ই জিলহজ। (রদ্দুর মুহতার)

92): তাকবিরে তাশরিক কোনটা?

উত্তর।:-তাকবীরে তাশরীক হল:

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহ হুআকবার আল্লা হুআকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

اللَّهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ط لا إله إلا الله والله أكْبَرُ طَ
اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ طَ

(তানবীরুল আবসার)

93): তাকবীরে তাশরীকের সময় কখন শুরু হয় এবং কখন শেষ হয়?

উত্তর:-৯ ই জিলহজ ফজর থেকে ১৩ ই জিলহজ্বের আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর পর্যন্ত। যেটি জামাতের সাথে আদায় করা হয়। (তানবীরুল আবসার, বাহারে শরীয়ত)

94): জামাতে মুস্তাহাবাহ কাকে বলে?

উত্তর:-ওই জামাতকে বলা হয় যেটি মসজিদে নির্দিষ্ট ইমামের দ্বারা নিদিষ্ট সময়ে আদায় করা হয়।

95): তাকবীরে তাশরীকের হুকুম কি?

উত্তর:-তাকবিরে তাশরীকের হুকুম, একবার উচ্চ আওয়াজে পাঠ করা ওয়াজিব তিনবার বলা তিনবার পাঠ করা উত্তম

(তানবীরুল আবসার, বাহারে শরীয়ত)

96): তাকবিরে তাশরিক নামাজের পরে কখন পাঠ করতে হবে?

উত্তর:-প্রত্যেক ফরজ নামাযের পরে পরেই পাঠ করতে হবে।

(ফাতাওয়ায়েশামী, বাহারে শরীয়ত)

97): কেউ যদি একাই নামাজ আদায় করে তাহলে তাকবিরে তাশরিক পাঠ করা কি ওয়াজিব?

উত্তর:-একাই নামাজ আদায় করলে তার জন্য তাকবীরে তাশরীক পাঠ করা ওয়াজিব নয়। তবে পাঠ করা ভালো (আল জওহীরাতুননীরাহ, বাহারে শরীয়ত)

98): বেতের, সুন্নত ও নফল নামাজের পরেও কি তাকবীরে তাশরীক পাঠ করা ওয়াজিব?

উত্তর:-বেতের, সুন্নাত ও নফল নামাজের পরে তাকবীরে তাশরীক পাঠ করা ওয়াজিব নয়। (ফাতাওয়ায়ে শামী)

99): জুমআর নামাজের পরেও কি তাকবিরে তাশরিক পাঠ করা ওয়াজিব?

উত্তর:-জি হ্যাঁ জুমার নামাজের পরেও তাকবিরে তাশরিক পাঠ করা ওয়াজিব।

100): ঈদুল আজহার নামাজের পরেও কি তাকবিরে তাশরিক পাঠ করা ওয়াজিব?

উত্তর:-ঈদুল আজহার নামাজের পরেও তাকবিরে তাশরিক পাঠ করা ওয়াজিব নয়। তবে হ্যাঁ ঈদুল আজহার নামাজের পরে বলে নেওয়া উচিত।

101): মাসবুক মুক্তাদী (যে মুক্তাদির কিছু রাকাত নামাজ ছুটে গিয়েছে তাকে মাসবুক মুক্তাদী বলা হয়) র উপর কি তাকবিরে তাশরিক পাঠ করা ওয়াজিব?

উত্তর:-জি হ্যাঁ ইমামের সালামের পর উঠে নিজের ছুটে যাওয়া নামায আদায় করে সালাম ফিরানোর পরউচ্চস্বরে তাকবীরে তাশরীক পাঠ করা ওয়াজিব। (দূররে মুখতার, বাহারে শরীয়ত)

102) মাসবুক ব্যক্তি যদি ইমামের সাথে সাথে সালাম ফিরিয়ে তাকবিরে তাশরিক পাঠ করে তার হুকুম কি হবে?

উত্তর:-মাসবুক মুক্তাদী ইমামের সালাম এর সাথে সালাম ফিরিয়ে তাকবিরে তাশরিক পাঠ করে নেয়, তাতে কোন অসুবিধা নেই তার নামায নষ্ট হবে না তার বাকি নামাজকে সম্পন্ন করে আবার তাকবিরে তাশরিক পাঠ করতে হবে। (রদ্দুল মুহতার)

103): মুসাফিরের জন্য তাকবীরে তাশরীক পাঠ করা কি ওয়াজিব?

উত্তর:-মুসাফিরের জন্য তাকবীরে তাশরীক পাঠ করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু সে যদি মুকীম

ইমামের পিছনে নামাজ আদায় করে তাহলে তার উপর তাকবীরে তাশরীক পাঠ করা ওয়াজিব। (ফাতাওয়ায়ে শামী)

104): ১১,১২ ও ১৩ ই জিলহজ আইয়ামে তাশরীক কেন বলা হয়?

উত্তর:-মাংসকে টুকরো করে রোদে শুকানো কে আইয়ামে তাশরীক বলা হয়। যেহেতু আরববাসীরা ১১, ১২ এবং ১৩ ই জিলহজে কোরবানির মাংস টুকরো করে রোদে শুকাতে দিতো সেই জন্য ওই দিন গুলিকে আইযামে তাশরীক বলা হয়। (ফাতাওয়ায়ে শামী)

105): ঈদের নামাজের প্রথমে এবং শেষে নফল নামাজ আদায় করা কেমন?

উত্তর:-ঈদের নামাজের প্রথমে নফল নামাজ আদায় করা মাকরুহ। সেটা ঈদগাহ বা ঘরে হোক তার প্রতি ঈদের নামাজ ওয়াজিবহোক বা না হোক। ঈদের নামাজের শেষে ঈদগাহতে নফল নামাজ আদায় করা মাকরূহ।

বাড়িতে আদায় করতে পারে বরং ঈদের নামাজের পরে বাড়িতে চার রাকাত নফল নামাজ আদায় করা মুস্তাহাব | (বাহারে শরীয়ত।)

106): মেয়েদের ঈদের নামাজ আছে কি?

উত্তর:-না। মেয়েদের জন্য ঈদের নামাজ নেই, ঈদের নামাজ শুধু পুরুষদের জন্য। তবে হ্যাঁ মেয়েরা চাইলে চাশতের নামাজ আদায় করতে পারে। (ফাতাওযাযে ফাইজুর রসুল।)

বিঃ দ্রঃ চাশতের নামাজ পড়লে ঈদের নামাজ শেষ হবার পর পড়বে।

107): বিনা কারণে ঈদের নামাজ ছাড়া কেমন?

উত্তর:-বিনা কারণে ঈদের নামাজ ছাড়া গুমরাহী এবং বেদাত।

(আল জাওহিরাতুন নীরা)

108): মুসাফির ও মারিজের (অসুস্থ) উপর ঈদের নামাজ কি ওয়াজিব?

উত্তর:-মুসাফির ও মারিজ (অসুস্থ) ব্যক্তির উপর ঈদের নামাজ ওয়াজিব নয়। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)

109): প্রচন্ড রোদের সময় বা গরমের জন্য খুতবা চলাকালীন ছাতা বা হাত পাখা ব্যবহার করা যাবে কি?

উত্তর:-গরম বা রোদের জন্য খুতবা চলাকালীন ছাতা বা হাত পাখা ব্যবহার করা নিষেধ। (ফতোয়ায়ে ফাইজুর রসুল)

110): ঈদের নামাজের খুতবা আরবী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষাতে (উর্দু ফার্সি ইত্যাদি) পাঠ করা যাবে কি?

উত্তর:-ঈদের নামাজের খুতবা আরবি ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা তে পাঠ করা সুন্নাতে মুতওয়াতেরার খেলাফ, মাকরুহ এবং বিদাত এ সাইয়া। (ফাতাওয়ায়ে ফাইজুর রসুল)

111): ঈদের নামাজ লাউড স্পিকারে পড়া যাবে কি?

উত্তর:-জি হ্যাঁ। অবশ্যই পড়া যাবে মুক্তাদি বেশি হওয়ার জন্য লাউড স্পিকার ব্যবহার করা যাবে। (ফাতাওয়ায়ে নাবিয়া)

112): ঈদের নামাজ স্কুল, কলেজ, খেলার মাঠ এ আদায় করা যাবে কি?

উত্তর:-জি হ্যাঁ! অবশ্যই ঈদের নামাজ স্কুল-কলেজ, খেলার মাঠে আদায় করা যাবে। ঈদের নামাজের জন্য ঈদগাহ, মসজিদ শর্ত নয়। (হাবিবুল ফাতাওয়া)

113): ঈদের নামানের পদ্ধতি

প্রথমে এভাবে নিয়্যত করুন,

আমি আল্লাহর ওয়াস্তে কিবলা মুখী হয়ে এই ইমামের পিছনে অতিরিক্ত ছয় তকবীরের সাথে ঈদুল ফিতরের অথবা ঈদুল আযহার দুই রাকাত নামাযের নিয়্যত করছি।

"অতঃপর কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে ﷲ اکبر বলে স্বাভাবিকভাবে নাভীর নিচে হাত বেঁধে নিবেন এবং সানা পড়বেন। এরপর কান পর্যন্ত হাত উঠাবেন এবং ﷲ اکبر বলে হাত (না বেঁধে) ঝুলিয়ে রাখবেন। অতঃপর কান পর্যন্ত পুনরায় হাত উঠাবেন এবং ﷲ اکبر বলে ঝুলিয়ে রাখবেন। অতঃপর আবার কান পর্যন্ত হাত উঠাবেন এবং ﷲ اکبر বলে হাত বেঁধে নিবেন। অর্থাৎ-১ম তাকবীরের পর হাত বাঁধবেন, এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাকবীরে হাত (না বেঁধে) ঝুলিয়ে রাখবেন এবং ৪র্থ তাকবীরে হাত বেঁধে নিবেন। এটাকে এভাবে স্মরণ রাখবেন, দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরের পর যেখানে কিছু পড়তে

হবে সেখানে হাত বাঁধতে হবে আর যেখানে পড়তে হবেনা সেখানে হাত ঝুলিয়ে রাখতে হবে। অতঃপর ইমাম সাহেব তাআউয়ুজ ও তাসমিয়াহ (অর্থাৎ আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ) নিম্নস্বরে পড়বেন এবংসূরা ফাতিহা ও অন্য সূরাকে(উচ্চ স্বরে) পড়বেন,

এরপর রুকু করবেন। দ্বিতীয় রাকাতে প্রথমে সূরাফাতিহা এবং অন্য একটি সূরাকে উচ্চস্বরে পড়বেন। অতঃপর তিন বার কান পর্যন্ত হাত উঠাবেন এবং প্রতিবারে ঠী বলবেন। এসময় হাত বাঁধবেন না বরং ঝুলিয়ে রাখবেন। এরপর ৪র্থ তাকবীরে হাত উঠানো ছাড়াই الله أكبر বলে রুকুতে চলে যাবেন এবং নিয়মানুযায়ী নামাযের বাকী

অংশ টুকু সম্পন্ন করবেন। প্রত্যেক দুই তাকবীরের মাঝখানে তিনবার "سبحن الله" বলার পরিমাণ সময় নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৮১ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা)

114): ঈদের নামায কার উপর ওয়াজীব?

দুই ঈদের (অর্থাৎ-ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার) নামায ওয়াজীব যাদের উপর জুমার নামায ওয়াজীব শুধুমাত্র তাদের জন্য ঈদের নামায ওয়াজীব। ঈদের নামাযে আযান ও নেই, ইকামতও নেই। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৭৯ পৃষ্ঠা)

115): ঈদের নামানের সময়

এই দুই ঈদের নামাযের সময় হলো, সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উপরে উঠার (অর্থাৎ- সূর্যোদয়ের ২০ অথবা ২৫ মিনিট) পর থেকে দাহওয়ায়ে কুবরা" অর্থাৎ-শরয়ী ভাবে অরধ দিন পর্যন্ত। কিন্তু ঈদুল ফিতরের নামায একটু দেরীতে আর ঈদুল আযহার নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা মুস্তাহাব। (বাহারেশরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৮১

পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৬০ পৃষ্ঠা)

116): ঈদের জামাআত কিছু অংশ পাওয়া গেলেতখন মুক্তাদি কি করবে?

ইমামের প্রথম রাকাতের তাকবীর সমূহের পর যদি মুক্তাদী (নামাযে) সম্পৃক্ত হয় তখন ঐ সময়ই (তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অতিরিক্ত) তিনটি তাকবীর বলবে যদিও ইমাম কিরাত পড়া শুরু করে দেয়।

ইমাম যদিও তিনটির চেয়ে অতিরিক্ত বলে থাকেন তবুও মুক্তাদী তিনটিই বলবে এবং যদি তার তাকবীর বলার পূর্বেই ইমাম রুকুতে চলে যায় তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর না বলে ইমামের সাথে রুকুতে চলে যাবে এবং সেখানেই তাকবীর গু লো বলবে।

যদি ইমাম কে রুকুতে পাওয়া যায় এবং মুক্তাদীর এই প্রবল ধারণা জন্মে যে, তাকবীরগুলো বলার পর ওইমাম কে রুকুতে পাওয়া যাবে তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলবে এবং তার পর রুকুতে যাবে আর যদি তা না হয় তবে الله أكبر বলে রুকুতে চলে যাবে এবং সেখানে তাকবীর গুলো পড়বে। যদি রুকুতে তাকবীরগুলো শেষ করার পূবেই ইমাম রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে নেন তখন বাকী তাকবীর সমূহ রহিত হয়ে যাবে। (অর্থাৎ অবশিষ্ট তাকবীর সমূহ এখন আর বলবে না)। আর যদি ইমাম রুকু থেকে উঠার পর মুক্তাদী জামাআতে সম্পৃক্ত

হয়, তবে এখন আর তাকবীর বলবেনা বরং (ইমাম সালাম ফেরানোর পর)

যখন আপনার অবশিষ্ট নামায পড়বেন তখন তাবলবেন। রুকুতে তাকবীর বলার কথা যেখানে বলা হয়েছে সেখানে হাত উঠাবে না আর যদি মুক্তাদী দ্বিতীয় রাকাতে জামাআতে সম্পৃক্ত হয়, তাহলে প্রথম রাকাতের তাকবীরগুলো এখন বলবে না বরং যখন তার না পাওয়া রাকাতটি আদায় করার জন্য দাঁড়াবে তখন তাকবীরগুলো বলবে। দ্বিতীয় রাকাতের তাকবীরগুলো যদি ইমামের সাথে পাওয়া যায় তবে ভাল আর তা নাহলে এক্ষেত্রে তাই প্রযোজ্য হবে যা প্রথম

রাকাতের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে।
(বাহারেশরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৮২

পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা।
আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা

116): ঈদের জামাত না পায় তখন কি করবে?

ইমাম নামায পড়ে নিলেন আর এমতাবস্থায় কোনব্যক্তি অবশিষ্ট রয়ে গেলো। চাই সে শুরু থেকেই জামাআতে সম্পৃক্তহ তেনা পারুক অথবা অংশ গ্রহণ করল কিন্তু কোন কারণে নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো, তাহলে সে অন্য কোন জায়গায় নামায পাওয়া গেলে নামায আদায় করে নেবে, অন্যথায় জামাআত ছাড়া নামায পড়া যাবেনা। তবে উত্তম

এটাইযে, সে চার রাকাত চাশতের নামায আদায় করে নেবে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা)

117): ঈদের ২০টি সুন্নাত ও আদব

(১) ক্ষৌরকর্ম সম্পাদন করা (তবে ঈদেরদিন এইসবকাজ (সুন্নাত) মুস্তাহাব, বাবরী চুল রাখবেন, (ইংলিশ কাট নয়), (২) নখ কাটা, (৩) গোসল করা, (৪) মিসওয়াক করা, (এটা ওযুর জন্য যে মিসওয়াক করা হয়, তা ব্যতীত) (৫) উত্তম কাপড় পরিধান করা, নতুন থাকলে নতুন, নতুবা ধোলাই করা) (৬) খুশবু লাগানো, (৭) আংটি পরা, (যখনই আংটি পরবেন, তখন এ কথার প্রতি বিশেষ

খেয়াল রাখবেন যে, শুধু সাড়ে চার মাশাহ্ (রত্তি) থেকে কম ওজন রূপার একটি মাত্র আংটি যেন হয়। একটির চেয়ে বেশি যেন না হয় এবং আংটিতে পাথরও যেন একটি হয়। একাধিক পাথর যাতে না হয়। পাথর ছাড়াও যেনো না পরা হয়। পাথরের ওজনের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। রূপার আংটি অথবা বর্ণিত পরিমাণ ওজনের রূপা ইত্যাদি ব্যতীত অন্য কোন ধাতব পদার্থের আংটি পুরুষ পরতে পারবে না),

৮) ফজরের নামায মহল্লার মসজিদে আদায় করা, (৯) ঈদুল ফিতরের নামাযের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পূর্বে কয়েকটা খেজুর খেয়ে নেওয়া, তিন, পাঁচ, সাত কিংবা কম বেশি, কিন্তু

বিজোড় হওয়া চাই; খেজুর না থাকলে কোন মিষ্টি জাতীয় জিনিস খেয়েনেবে। যদি নামাযের পূর্বে কিছুই না খায়, তবুও গুনাহ হবে না; কিন্তু ইশা পর্যন্ত না খেলে 'ইতাব' (তিরস্কার) করা যাবে, (১০) ঈদের নামায ঈদগাহে আদায় করা, (১১) ঈদগাহে পায়ে হেটে যাওয়া, (১২) যান বাহনে করে গেলেও ক্ষতি নেই; কিন্তু যে পায়ে হেটে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে, তার জন্য পায়ে হেটে যাওয়া উত্তম। আর ফেরার পথে যান বাহন করে ফিরলেও ক্ষতি নেই, (১৩) ঈদের নামাযের জন্য একরাস্তা দিয়ে যাওয়া এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ঈদগা / মসজিদ এক রাস্তায় যাওয়া আর অন্য এক রাস্তায় ফিরে আসা এটাও সুন্নত।

যেমন জাবির বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত হাদীস।

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق

যখন ঈদের দিন হতো তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তা পরিবর্তন করতেন। বুখারী শরীফ হাদিস নাম্বার 986

(১৪) ঈদের নামাযের পূর্বে সদকায়ে ফিতর আদায়করা। (এটাই উত্তম, তবে ঈদের

নামাযের পূর্বে দিতেনা পারলে পরে দিয়ে দিবেন) (১৫) আনন্দ প্রকাশকরা, (১৬) বেশি পরিমাণে সদকা দেয়া, (১৭) ঈদগাহে প্রশান্ত মনে, হাসোউজ্জল ও দৃষ্টিকে নিচু করে যাওয়া, (১৮) ফিরার সময় পরস্পর পরস্পরকে মুবারক বাদ দেওয়া, (১৯) ঈদের নামাযের পর মুসাহাফা অর্থাৎ হাত মিলানো ও মুয়ানাকা অর্থাৎ আলিঙ্গন করা, যেমন- স্যধারণতঃ মুসলমানদের মধ্যে এটার প্রচলন রয়েছে, এরূপ করাটা উত্তম কাজ, কারণ এতে খুশী প্রকাশ পায়। (২০) ঈদুল ফিতরের নামাযের জন্য যাওয়ার সময় রাস্তায় নিম্নস্বরে তাকবীর বলবে আর ঈদুল আযহার

নামাযের জন্য যাওয়ার পথে উচ্চরবে তাকবীর বলবে তাকবীর হচ্ছে নিম্নরূপ:

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ *

অনুবাদ: আল্লাহ তাআলা মহান, আল্লাহ তাআলা মহান, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই, আল্লাহ তাআলা মহান, আল্লাহ তাআলা মহান, আল্লাহ তাআলার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৭৯-৭৮১ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকর বৈরুত)

118): কোরবানি ঈদের একটি মুস্তাহাব

"ঈদুল আযহা (অর্থাৎ কোরবানির ঈদ) সমস্ত হুকুম ঈদুল ফিতরের মতই। শুধু কিছু বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে, যেমন-কোরবানির ঈদে মুস্তাহাব হচ্ছে; কোরবানিকরুক বা না করুক নামাযের পূর্বে কিছু না খাওয়া আর যদি খেয়েওনেয় তাহলে ও কোন মাকরূহও নয়।

119): বিসমিল্লাহ (তাসমীয়া) কখন পড়তে হবে?

উত্তর:-বিসমিল্লাহ (তাসমিয়া) পাঠ করা এবং যবেহ করার মাঝে যেন সময়ের দূরত্ব না থাকে। জায়গা যদি একটা না হয় যদি জায়গা পরিবর্তন হয় এর মধ্যে অন্য কোন

কাজ করে তাহলে পশু হালাল হবে না। এরকম কেউ যদি করে থাকে আগের বলা বিসমিল্লাহতে পশু জবাই করে তাহলে পশু হালাল হবে না। (কোরবানি কে মাসাইল 39)

120): এখানে একটি মসলা জানা প্রয়োজন যে মসজিদে নিজের জন্য ভিক্ষা চাওয়া যাবে কি না।?

উত্তর মসজিদে নিজের জন্য সাহায্য চাওয়া নিষেধ এবং এরুপ ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়াও জায়িয নয়, যেমনটি সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী) عليه الرحمة والرضوان(বলেন, মসজিদে ভিক্ষা

করা হারাম এবং এরুপ ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়াও নিষেধ। (বাহারে শরীয়ত ১/৬৪৭, ৩য় অংশ।)

ঈদের মাসআলা-মাসাইল

1) মসজিদের বিছানা, চাটাই, শামিয়ানা ইত্যাদি ঈদগাহে নিয়ে যাওয়া দুরুস্ত। (ফাতাওয়ায়ে শামী-৩/৩৫৯)

2) যে ব্যক্তি দাড়ি মুন্ডায় অথবা একমুষ্ঠির কম রেখে কর্তন করে তাকে ইমাম বানানো জায়েয নেই। ঈদ এবং অন্যান্য নামাযের ক্ষেত্রে একই হুকুম। ইমামতের বেলায়

উত্তরাধিকারীর দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। বরং শরী'আতের দৃষ্টিতে ইমামতীর যোগ্য হওয়া জরুরী। (আদ্দুররুল মুখতার-২/৫৫৯)

3) ঈদের নামাযের পূর্বে নিজ ঘরে বা ঈদগাহে ইশরাক ইত্যাদি নফল পড়া নিষিদ্ধ। ঈদের জামা'আতের পরেও ঈদগাহে নফল নামায পড়া মাকরূহ। হ্যাঁ, ঘরে ফিরে ইশরাক, চাশত নফল পড়তে কোন অসুবিধা নেই। (আদ্দুররুল মুখতার-২/১৬৯)

4) ঈদের নামাযের সালাম ফিরানোর পর মুনাজাত করা মুস্তাহাব। ঈদের খুতবার পরে মুনাজাত করা মুস্তাহাব নয়। (মুসনাদে আহমদ হাদীস-২২১৮)

5) শর'ঈ ওযর ব্যতীত ঈদের নামায মসজিদে আদায় করা সুন্নাতের খেলাফ। (আদ্দুররুল মুখতার) ২/১৬৯)

6) যদি ইমাম অতিরিক্ত তাকবীরসমূহ ভুল বশতঃ না বলে, আর ঈদের জামা'আত অনেক বড় হয়, তাহলে ফেতনা ফাসাদের আশংকায় সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় না। সুতরাং সিজদায়ে সাহু করবে না। আর যদি এমন হয় যে উপস্থিত সকলেই সিজদায়ে সাহু সম্পর্কে অবগত হতে পারে তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। (আদ্দুররুল মুখতার-২/৯২)

7) ঈদের দ্বিতীয় রাকা'আতের রুকুর তাকবীর ওয়াজিব। যদি কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় রাকা'আতের রুকুতে শরীক হয় তাহলে সে প্রথমে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলবে। অতঃপর দাঁড়ানো অবস্থায় হাত তুলে অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলবে। এরপর রুকুর তাকবীর বলে রুকুতে শামিল হবে। (আদ্দুররুল মুখতার-২/১৭৪)

৪) যদি কেউ প্রথম রাকা'আতের রুকুর পূর্বে জামা'আতে শরীক হয় এবং তাকবীরে তাহরীমার পর দাঁড়ানো অবস্থায় হাত তুলে অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলার সুযোগ না পায় তাহলে রুকুতে গিয়ে অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলবে। তবে সে ক্ষেত্রে কান পর্যন্ত

হাত উঠাবে না। (আদ্দুররুল মুখতার-১/২৭৪)

9) যদি প্রথম রাকা'আত ছুটে যায় তাহলে ইমামের সালামের পর দাঁড়িয়ে প্রথমে, সূরা, কিরাআত পড়বে। অতঃপর রুকুর পূর্বে তিন বার হাত তুলে তিন তাকবীর দিবে। তারপর রুকুর তাকবীর বলে রুকু সিজদা করে যথা নিয়মে নামায সম্পন্ন করবে। (রুদ্দুল মুহতার-২/১৭৪)

10) ঈদের ময়দানে জানাযার নামায পড়া জায়েয। প্রথম ঈদের নামায অতঃপর জানাযার নামায এরপর খুতবা হবে। (রদ্দুল মুহতার-৪/৩৫৬)

11) বর্তমানে খতীব সাহেবগণ ঈদের খুতবার শুরুতে ও মাঝে মাঝে যে তাকবীরে তাশরীফ বলে থাকেন নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং এ ব্যাপারে সঠিক মাসআলা হলো, প্রথম খুতবার শুরুতে নয় বার, দ্বিতীয় খুতবার শুরুতে সাত বার এবং দ্বিতীয় খুতবার শেষে মিম্বার থেকে নামার পূর্বে চৌদ্দ বার শুধু "আল্লাহু আকবার" বলবে। এটাই মুস্তাহাব। খুতবার সময় বা খুতবার মাঝে তাকবীরে তাশরীক বলবে না। হ্যাঁ, ঈদের নামায শেষে সালাম ফিরিয়ে তাকবীরে তাশরীক একবার বলবে। (আদ্দুররুল মুখতার-২/১৭৫)

ঈদের মাসআলা ও মাসায়েল

12). ঈদের নামাযের পর দুই খুতবা শ্রবণ করা ওয়াজিব। যদি খুতবা শোনা না যায়তাহলে চুপচাপ বসে থাকবে। অনেক লোক সালামের পর খুতবা না শুনেই চলে যায় যা সুন্নাতের খেলাফ। (আদ্দুররুল মুখতার-২/১৫৯)

13) খুতবার মধ্যে মুসল্লীদের কথা বার্তা বলা নিষেধ। এমন কি নবীজী -এর নাম উচ্চারিত হলে মুখে দরূদ পড়া নিষেধ। তবে অন্তরে পড়তে পারবে। তেমনি ভাবে খুতবার মধ্যে দান বাক্স বা রুমাল চালানোও নিষেধ এবং

গুনাহের কাজ। (মুসনাদে আহমদ হাদীস নং-১০১৪০, আদ্দুররুল মুখতার-২/১৫৯)

14) উভয় খুতবা শেষ হলে ঈদের নামাযের সকল কাজ শেষ হল, এরপর ঈদের আর কোন কাজ বাকী নাই। সুতরাং খুতবা শেষ হলে সকলেই নিজের বাড়িতে ফিরে আসবে। কোন ভাইয়ের সাথে অনেক দিন পরে সাক্ষাত হলে প্রথমে সালাম বিনিময় করবে। তারপর মুসাফাহা করবে। তারপর কোলাকুলী করবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী-৬/৩৮১,

সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার

ফজিলত: হাদিসে বর্ণিত:

> “যে ব্যক্তি এই দোয়া সকাল বেলা পড়ে, আর সেই দিন যদি সে মারা যায় তবে সে জান্নাতবাসী হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে পড়ে এবং সে রাতে মারা যায়, সে জান্নাতবাসী হবে।”

(সহীহ বুখারী: ৬৩০৬

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ،
وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ
بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

বাংলা অর্থ:

হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতিপালক, আপনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনারই বান্দা। আমি আপনার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার অনুযায়ী যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই যা কিছু মন্দ আমি করেছি তার অকল্যাণ থেকে। আমি স্বীকার করি আপনার দেওয়া সকল নিয়ামতের কথা, এবং স্বীকার করি আমার গোনাহের কথাও। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। কারণ আপনি ছাড়া আর কেউ গোনাহ মাফ করতে পারেন না।

সমাপ্ত